খবরের প্রতিবাদ

Khabare Pratibad ● Agartala ● 2nd Year ● Issue - 55 (Morning Weekly) ● RNI No -TRIBEN/2023/88193 ● Friday, 15 August, 2025 ● ২৯ শ্রাবণ, শুক্রবার, ১৪৩২ বাং ● ফোন ঃ 6009513751 ● Email :khobarepratibadofficial@gmail.com ● মূল্য ঃ ৩ টাকা ● Page 4

বিভেদ থেকে দূরে থাকতে আমাদের অবশ্যই বিভাজন থেকে শিখতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করছেন। জাতিকে বিভাজন থেকে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই দেশ আরো শক্তিশালী হবে। আজ আগরতলার এমবিবি কলেজের রবীন্দ্র হলে আয়োজিত বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালনের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এমবিবি কলেজের অডিটোরিয়ামে দেশ বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করছি। এটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যারা আগামীদিনের ভবিষ্যত অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা, তাদের অনেকেই এবিষয়ে অবগত নয়। তাই তাদের জন্য এই কার্যক্রম খুবই প্রয়োজন। আজকের আলোচনা থেকে আমরা নিজেরাও অনেকটা সমৃদ্ধ হয়েছি। আর এই আলোচনা থেকে ছাত্রছাত্রীরাও অনেক সমৃদ্ধ হবে। আমাদের দেশ আগামীদিন কোন দিশায় চলবে, আমরা আগামীদিন

কোন পথে চলবো, যারা আগামীদিনে দেশ পরিচালনা করবেন, কারা দেশকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন — সেবিষয়ে আজকের আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা হলেও ধারনা আসবে। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সবসময় নিজেদের নিয়ে চিন্তা করি। এর পাশাপাশি প্রত্যেককে অবশ্যই নিজের রাজ্য এবং দেশ সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করতে হবে। আজ, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটের দৌলতে গোটা বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তবে আমি জানি না আজকের প্রজন্ম ইতিহাস সম্পর্কে কতটা সচেতন রয়েছে। প্রযুক্তির যুগে একে ব্যবহার করে আমরা অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি। ইতিহাসের পৃষ্ঠা কখনো মলিন হয় না। আমরা যদি ইতিহাস পড়ি তবে বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেক কিছু শেখায়। এই লক্ষ্যে ২০২১ সালে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশ বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করার আহ্বান করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, আগামীকাল আমরা স্বাধীনতা দিবস উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করবো। কিন্তু এই উল্লাস ও আনন্দের পেছনে আমাদের যে বিষন্ন অবস্থা ছিল, কত মানুষ খুন হয়েছে, কত মা বোন ধর্ষিতা হয়েছে, কত শিশু নিখোঁজ হয়েছে, এবং কত মানুষকে নিজ বাড়িঘর ছেড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে হয়েছে — সেসব ঘটনাবলীকে আজ স্মরণ করার দিন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আমাদের অবশ্যই সমস্ত কিছু মনে রাখতে হবে, যাতে ইতিহাস এর পুনরাবৃত্তি না করে। তাই বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে প্রতি বছর ১৪ আগস্ট আমরা এই দিন পালন করি। প্রতি বছর যদি আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই কার্যক্রম পালন করতে পারি, তবে মানুষ দেশ বিভাজনের বিভীষিকা সম্পর্কে আরও জানতে পারবে। আর এখনো কিছু মানুষ বিভাজনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অবশ্য দেশ বিভাজন থেকে শিক্ষা নিতে হবে, যাতে এধরণের ঘটনা আর কখনো না হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮৮১ সালে শুরু হওয়া দাঙ্গা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছিল এবং এটা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছিল। আর ব্রিটিশরা তাদের বিভাজন নীতির অধীনে এই জঘন্য কাজ করেছিল। এই ধরনের দাঙ্গা কিন্তু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়। বরং রাজনৈতিক লাভালাভের জন্য এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে এটা ঘটানো হয়। কাশ্মীরে, হিন্দু পণ্ডিতরা সন্ত্রাসবাদিদের দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ ও চিন্তাভাবনার কারণে হিন্দু বাঙালিরা একটা জায়গা পেয়েছেন।

নাবালিকা নির্যাতনে ২০ বছরের কারাদণ্ড ঊনকোটি আদালতের দৃষ্টান্তমূলক রায়

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। ত্রিপুরার ঊনকোটি জেলা আদালত এক নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় দৃষ্টান্তমূলক রায় ঘোষণা করেছে। ১৪ আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরে স্পেশাল বিচারক অমরেন্দ্র কুমার সিং অভিযুক্ত হরকুমার দেবনাথকে পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারায় ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ১১ হাজার টাকা জরিমানার আদেশ দেন। জরিমানা অনাদায়ে তাকে আরও চার মাসের জেল ভোগ করতে হবে। মামলার সূত্রে জানা যায়, কুমারঘাট থানার নয়দ্রোন এলাকার বাসিন্দা হরকুমারের স্ত্রী পেশায় গৃহশিক্ষিকা। তার কাছে নিয়মিত পড়তে আসত ষষ্ঠ শ্রেণির ১১ বছরের এক নাবালিকা। পড়াশোনার সময় গৃহশিক্ষিকা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকলে, সুযোগ নিয়ে হরকুমার একাধিকবার শিশুটিকে জোরপূর্বক শারীরিক নির্যাতন করে। প্রথম ঘটনা ঘটে ২০২৩ সালের ২৭ জুন এবং দ্বিতীয়বার ৫ জুলাই। শিশুটি পড়তে যেতে অস্বীকার করলে তার বাবা-মায়ের সন্দেহ হয়। জিজ্ঞাসাবাদে নাবালিকা ঘটনার বিস্তারিত জানায়। ৮ জুলাই শিশুটির বাবা থানায় লিখিত

অভিযোগ করলে পুলিশ দ্রুত মামলা রুজু করে। মামলার তদন্তকারী ইন্সপেক্টর মন্দিরা দেবনাথ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন এবং চিকিৎসা পরীক্ষায় নির্যাতনের প্রমাণ মেলে। প্রায় তিন মাস জেল খাটার পর হরকুমার জামিনে মুক্তি পায়। ২০২৩ সালের ৩১ জুলাই আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। মামলার শুনানিতে ১২ জন সাক্ষী জবানবন্দি দেন, যাদের সবাই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেন। সরকারি কৌঁসুলি সন্দীপ দেবরায় ও সুনির্মিল দেব জানান, আদালতের এই রায় শিশু নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা হিসেবে কাজ করবে এবং সমাজে ন্যায়বিচারের আস্থা বাড়বে। সমাজে শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এক শক্তিশালী বার্তা। বিচারপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে যে আইন নাবালিকা নির্য্যাতনের মতো জঘন্য অপরাধের ক্ষেত্রে আপস করে না। এই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভবিষ্যতে এমন অপরাধ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ধর্মনগর হাসপাতালে প্রসূতির রহস্যজনক মৃত্যুর ইস্যু তে কংগ্রেসের ধর্না

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে এক প্রসূতির রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা। মৃতার নাম হাসিনা বেগম (২২)। বাবার বাড়ি ডুপিরবন্ধ গ্রামে, বিবাহ হয়েছিল পূর্ব তিলথৈ এলাকার পালগেঁয়ে। দুই দিন আগে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন হাসিনা। আজ ভোররাত প্রায় তিনটার সময় সিজারের মাধ্যমে একটি সুস্থ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। কিন্তু মাত্র দুই ঘণ্টা পর, ভোর পাঁচটার দিকে, তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা হাসপাতালে এসে ডাক্তারকে খুঁজতে থাকেন, কিন্তু দীর্ঘ সময় খোঁজার পরেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ওঠেসিজারের পর কেন তাঁকে আইসিইউ বা পোস্ট-অপারেটিভ রুমের বদলে জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল? নার্সদের দাবি, আইসিইউ-তে সিট না থাকায় জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশ্নসিট না থাকলে কেন অন্যত্র রেফার করা হলো না? স্থানীয়দের অভিযোগ, ভর্তি সময় হাসিনার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল। সন্তান জন্মের মাত্র দুই ঘণ্টার মাথায় কীভাবে মৃত্যু ঘটল, তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ দিতে পারেনি। এ ঘটনায় কংগ্রেস সমর্থকেরা ভোরেই হাসপাতালে উপস্থিত হয়ে স্লোগান দেন এবং পরে ধরনা শুরু করেন। খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় পূর্ব তিলথৈ ও ডুপিরবন্ধ গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। উত্তর জেলার মানুষ এখন অপেক্ষা করছেচিকিৎসক ও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই মৃত্যুর জন্য কী ব্যাখ্যা দেবেন।

ভোট চুরির প্রতিবাদে প্রদেশ কংগ্রেসের মশাল মিছিল

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। আঁধারে আলো জ্বালিয়ে জনগণের চেতনা জাগাতে এবং জনসাধারণের উদ্দেশ্যে গণতন্ত্র রক্ষার বার্তা প্রেরন করতে উদ্যোগী হয়েছে কংগ্রেস। গোটা দেশের প্রতিটি রাজ্যে , জেলায় , মহকুমায় আজ সন্ধ্যায় মশাল মিছিলের মধ্যে দিয়ে দেশে ভোট চুরির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে মিছিল করছে জাতীয় কংগ্রেস। তারই অঙ্গ হিসেবে রাজধানী আগরতলা তে প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক সুবিশাল মিছিলের আয়োজন করা হয়। সম্প্রতি এসআইআর এর মধ্যে দিয়ে ভোটার দের নাম সংস্কারের নামে উচ্ছেদ করা সহ নকল ভোটার দের তালিকা প্রকাশ নিয়ে মুখ খুলেছিলেন রাহুল গান্ধী। তার পরেই দিকে দিকে নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্র সরকারের দিকে নিশানা দেগেছে সচেতন নাগরিক। দিনের পর দিন কিভাবে ভোট চুরি হয়ে আসছে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচন গুলিতে সেই প্রসঙ্গ উথহাপন করে সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস শিবির। ভোট চুরির মধ্যে দিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে বিজেপি। একের পর এক অভিযোগ তুলে শাসক দল কে বিধছেন বিরোধী শিবির। মানুষের মধ্যে সেই চেতনা বোধ জাগিয়ে তুলতে মোমবাতির উজ্জ্বল শিক্ষা হাতে নিয়ে ময়দানে নেমে মিছিলে সামিল হতে দেখা গেল প্রদেশ কংগ্রেস কে। মিছিল এর প্রথম সারিতে ছিলেন সভাপতি আশিস কুমার সাহা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ সহ সকল কর্মী সমর্থকেরা। এদিনের এই উদ্দীপ্ত মিছিল থেকে বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ আরও বলেন, নির্বাচন কমিশন এর সাথে হাত মিলিয়ে বিজেপি ভূয়া ভোটের দমে বারবার ক্ষমতায় আসছে। এমনকি এসআইআর এর মতো একটি ইস্যুর মোড় ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছে খোদ শীর্ষ আদালত। এ যেন চোর চোর মিলে মহা চুরি সাগর চুরি করতে চলেছে। মানুষ এই সমস্ত কিছু বুঝতে পারছেন। তাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াই করতে আহ্বান জানান তিনি।

২০০৩ সালের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিচারণে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। ২০০৩ সালের ১৪ই আগস্ট, উত্তর কমলনগর মাইজভান্ডারে উগ্রপন্থীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১৫ জন নিরীহ মানুষ। এই নারকীয় হত্যাকাণ্ডে ত্রিপুরা কেঁপে উঠেছিল। তাঁদের আত্মত্যাগের স্মৃতি ধরে রাখতে আজ কল্যাণপুর প্রমোদনগর মন্ডল বিজেপির পক্ষ থেকে শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানো হয়। এই উপলক্ষে আয়োজিত শহীদ সমাবেশে, প্রবল বর্ষণ উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন,

'২০০৩ সালের এই দিনে ১৫ জন নিরীহ গ্রামবাসীকে উগ্রপন্থীদের হাতে প্রাণ হারাতে হয়েছিল। এই সন্ত্রাস কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘদিনের বাম শাসনের মদত ও প্রশ্রয়ের ফল। ক্ষমতায় থাকার জন্য রাজনৈতিক স্বার্থে সাধারণ মানুষকে বলি দেওয়া হয়েছিল।' তিনি আরও কটাক্ষ করে বলেন,

'আজকের ত্রিপুরায় বামদের সেই ভয়ঙ্কর রাজনীতি আর জায়গা পাবে না। জনগণ তাদের চিনে নিয়েছে। উন্নয়ন ও শান্তির পথে ত্রিপুরা এগিয়ে চলেছে, আর সেই অন্ধকার দিনের পুনরাবৃত্তি হবে না।' বিধায়ক শহীদ পরিবারের ত্যাগ ও সহনশীলতার কথা স্মরণ করে বলেন, 'আপনাদের প্রিয়জনদের রক্ত বৃথা যাবে না। এই ত্যাগ আমাদের অনুপ্রেরণা, অন্যায় ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার শক্তি জোগায়।' সমাবেশের শেষ পর্যায়ে শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাল চাদর পরিয়ে সম্মানিত করা হয়।

রাম রাজত্বে অপরাধের সিংহ ভাগে বিশালগড় দুই গ্যাং এর সংঘর্ষ নিয়ে চিন্তিত গোটা মহকুমা

খবরে প্রতিবাদ, বিশালগড় ,১৪ আগস্ট।। অপরাধ জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো চকচক করা এই নাম কারোর কাছে অজানা নয়। সেই কংগ্রেস জোট আমলই হোক, বাম আমলই হোক আর রাম আমল হোক। কোন কালেই অপরাধ এবং বিশালগড় একে অপরের হাত ছাড়েনি। বর্তমানে বিশালগড়ের নাম অপরাধ এর তালিকায় শীর্ষে রয়েছে। এটা বলতে গিয়ে কোনো দ্বিধা নেই কারণ খোদ মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও রয়েছে এই রিপোর্ট। নেশা বানিজ্যে গোটা সিপাহীজলা জেলা শীর্ষে রয়েছে। একথা অকপটে বলেছেন খোদ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী। এর পরেও আর কি প্রমাণ চাই ? প্রমাণ চাইলে ও কারী কারী প্রমাণ দেওয়া যাবে। তবে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে এক বিপুল পরিমাণ নেশা দ্রব্যের বাণিজ্যের পর্দা ফাঁস হওয়ায় বিশালগড়ে দুই দুটি আতঙ্ক বিরাজমান। এক নম্বরে রয়েছে বেআইনি বাণিজ্যের সাথে যুক্ত গ্যাং এর আতঙ্ক, অন্যদিকে দুর্বল আইন ব্যবস্থার ফলে মানুষের যান মালের আতঙ্ক। বিশালগড়ে যে কোনো সময় গ্যাং ওয়ার বেঁধে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। এবার গভীর রাতে দুই গ্যাং এর সংঘর্ষ ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন জাতীয় সড়কের রাস্তার মাথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ সংলগ্ন এলাকায়। এক গ্যাং এর নিষিদ্ধ কফ সিরাপ এসকফ বোঝাই একটি নম্বর প্লেইট বিহীন বুলেরো গাড়িকে ধাক্কা দেয় অপর গ্যাং। এতে গাড়িটি রাস্তার পাশে ছিটকে পরে। ঘটনার পরপরই হামলাকারী গ্যাং এর সদস্যরা গাড়িতে থাকা মোট ৪০,৫৭৫ বোতল এসকফ থেকে ৩৯,৭৫০ বোতল এসকফ লুট করে নিয়ে যায় বলে খবর। বাকি থাকা এসকফ গুলি পুলিশ দ্বারা উদ্ধার হয়েছে। যদিও ধৃতের সংখ্যা শূন্য। ঘটা করে কয়েক বছর আগেই বিশালগড় উত্তম ভক্ত চৌমহনী তে বসানো হয়েছে পুলিশের নাকা পয়েন্ট। কিন্তু এই নাকা পয়েন্ট থাকা সত্ত্বেও দিন দুপুরে ও রাতের আধারে পাচার হচ্ছে নেশা সামগ্রী। পুলিশ জেনেও কোন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। গত কিছুদিন আগে এই জায়গাতে একটি গাড়ি দুর্ঘটনা কবলে পড়ে উদ্ধার করা হয় এসকফ সহ নেশা সামগ্রী। তার আগেই নাকা পেড়িয়ে আসে গাড়িটি। অথচ পুলিশের হাতে ধরা পড়েনি। সূত্রের খবর নাকা পয়েন্টে থাকা একাংশ পুলিশ কর্মীরা বাঁকা পথে হাতিয়ে নিচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। সংবাদ কর্মীদের দেখলেই , কিচ্ছু হয়নি , রেগুলার চেকিং — এসব বলে অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের কামাইয়ের রাস্তা গোপন করে চলেছে এরা। যার ফলে কলঙ্কিত হচ্ছে রাজ্যের আইন ব্যবস্থা। মহকুমা ও জেলা প্রশাসন এর ব্যর্থতার ফলে নাকা পয়েন্টে পুলিশ বাবুদের দু নম্বরি উপার্জন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে বলেও অভিযোগ উঠছে। এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবী করছেন শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মহল।অন্যদিকে বিশালগড়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে এমনি তেই গোষ্ঠী কোন্দলের ছড়াছড়ি। দুই গোষ্ঠী একে অপরকে কিভাবে ছিঁড়ে খাবে সেই ক্ষুধা আর সুযোগ সন্ধ্যানে ব্যতিব্যস্ত থাকে দুটি মহল। যদিও তাদের নাম উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় নয়। এর মাঝে একাংশ শাসক দলের ক্ষমতা খাটিয়ে বেআইনি মাদক বানিজ্য, চিনি পাচার বাণিজ্যের সাথে উতপ্রত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তার মধ্যেই আবার দুই পরস্পর বিরোধী গ্যাং এর আতঙ্ক। বিশালগড় বাসী আদৌ নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমবে কি করে ? এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী যদি বিশালগড়ের ভবিষ্যৎ গড়ার ক্ষেত্রে আগামী দিনে কোনো সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন না করেন তবে তার খেসারৎ দল কেও দিতে হতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে।

পশ্চিম জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা রেলি রাজধানী তে

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। রাত পোহালেই এক গৌরব ময় সূর্য্যোদয় দেখতে চলেছে গোটা ভারতবর্ষ। স্বাধীনতার রক্ত বর্ণে রঞ্জিত এই সূর্য্যোদয়ে দেশ জুড়ে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন সকলে। তার আগে বিগত কয়েক বছর ধরেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আহবনে সাড়া দিয়ে দেশ ব্যাপি হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচী পালিত হয়ে আসছে। এবারেও একই ভাবে সর্বত্র এই কর্মসূচী পালিত হচ্ছে। তারই অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার সকালে ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচী তে সম্মিলিত ত্রিপুরা পশ্চিম জেলা প্রশাসন। এদিন পশ্চিম থানা থেকে একটি বাইক রেলির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়, পশ্চিম ত্রিপুরার থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি সহ মহিলা , পুরুষ সকল পুলিশ কর্মীরা। এই কর্মসূচী নিয়ে এসডিপিও নমিত পাঠক বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সম্পাদকীয়

২ বর্ষ, শুক্রবার, ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ বাংলা

মানুষের হয়ে বলতে গিয়েও আক্রান্ত হই আমরা

সাফ কথা , দুচোখে চোখ টিকিয়ে হাতে মাইক ও ক্যামেরা নিয়ে সত্য কে সত্য বলে স্বীকার ও প্রচার করার সাহসিকতা সবার মাঝে থাকে না। সেজন্যই হয়তো এই বিশেষ কিছু গুণাবলী সম্পন্ন দিবারাত্রি খেটে চলা মানুষ গুলোর নাম সাংবাদিক। সংবাদ সংগ্রহ করা , মানুষ এর কাছে সঠিক ও সত্য খবর পৌঁছে দেওয়া যাদের কাজ। শুধু এটুকুই নয়, মানুষ সচরাচর যে কথা গুলো বলতে গিয়ে আগ পেছন ভাবে তাদের হয়ে নির্বিঘ্নে সেই কথাগুলো বলাও একজন সংবাদকর্মীর দায়িত্বে পড়ে। কিন্তু আফসোস, মানুষ এর হয়ে মানুষের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলা এই সাংবাদিকেরা নিজেরাও মানুষের দ্বারা নানাভাবে হেনস্থার শিকার। শুধু কি হেনস্থা, বাগে পেলে প্রাণ পাত অব্দি করে দেবে এমন ও বহু দস্যু ঘুরে বেড়ায় আশেপাশে। পার্শবর্তী দেশ এমনই এক ঘটনার সাক্ষী থেকেছে কিছুদিন আগে। যাই হোক, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষে ও সাংবাদিকরা বর্তমানে একেবারেই যে স্বাধীন কিংবা মুক্ত এমন নয়। আজ ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে এটা বলতে দ্বিধা নেই, যে আমরা কোথাও না কোথাও আজো পরাধীন। সংবাদ কর্মীরা নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আতঙ্কে ভুগছেন। সত্য কথা বলতে গিয়ে তাদের আওয়াজ দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়। কেউ কেউ প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে সত্যের হাত ছেড়ে দিয়েছেন। কেউ সব প্রতিকূলতা কে উপেক্ষা করে সৎ ও নিষ্ঠাবান সাংবাদিক হয়ে উঠছেন। মাঠে ময়দানে দৌড়াচ্ছেন। হোঁচট খাচ্ছেন আবার উঠছেন। তাদের কি এটুকু সন্মান প্রাপ্য নয় ? নিরন্তর সমাজের জন্য খেটে যাওয়া আমরা যারা " সাংবাদিক " বলে পরিচিত আমাদের কি এটুকু স্বাধীনতা প্রাপ্য নয় ?? সত্য কে তুলে ধরার সাহসিকতা ও অধিকার যদি আমাদের থাকে - তবে স্বাধীনতা টুকু ও কি প্রাপ্য নয় ???

পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **টি এম সি :** ২৩৭০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : রামঠাকুর সংঘ :** ৬০০৯২২৪৪০৫, ৯৭৭৪১১৩২৬৯, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬ ৮২৮১, **রামকৃষ্ণ ক্লাবঃ** ৮৭৯৪১৬৮ ২৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া)** ৯৭৭৪১১৬ ৬২৪, **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রিঃ ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আই জি এম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৭৭৪৩১৭৫৩৮, **তরুন সংঘ :** ৮৮৩৭৩০৩৫৪৬, ৯৭৭৪১৬৪০১৯, ৮৭৯৪৫৩৪৭৫৮। **শববাহী যান : ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন-** ৮২৫৬৯৯৭১৯৫, **ইন্টিগ্রেটেড ইয়থস অব ত্রিপুরা :** ৯৪৩৬৯৩১৬০৮, **সেন্ট্রালরোড যুব সংস্থা -** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬, **সমাজ কল্যাণ সংঘ -** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **ব্লু লোটাস ক্লাব-**৯৪৩৬৫ ৬৮২৫৬ **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিণ্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স এসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **নব অঙ্গীকার :** ৯৮৫৬৩৪৫৪৭৫, **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/ ২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/ ২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩৮-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৮৫, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ :** ১৯১২, **বিমানবন্দর এয়ার ইণ্ডিয়া :** ৯৪৩৬১২৪৪৯২, **এয়ার ইণ্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইণ্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫।

তুলসীপাতা ভেজানো জল

ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে মধুর সঙ্গে তুলসীপাতার রস মিশিয়ে খাওয়ানো হয় শিশুদের। 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেল'-এর দেওয়া তথ্য বলছে, এই ভেষজ শুধু সর্দিকাশি নয়, এমন অনেক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে।সর্দিকাশি নিরাময়ে তুলসীপাতা খাওয়ার রেওয়াজ

বহু পুরনো। ফ্ল্যাটের এক চিলতে বারান্দায় আর কোনও গাছ না থাকলেও ছোট একটি টবে তুলসী গাছ থাকবেই। আয়ুর্বেদেও তুলসীর যথেষ্ট কদর রয়েছে। ঠান্ডা লাগার ধাত থাকলে মধুর সঙ্গে তুলসীপাতার রস মিশিয়ে খাওয়ানো হয় শিশুদের। তবে, তা মধু দিয়ে খেলে চলবে না। খেতে হবে জলে ভিজিয়ে।

১) শরীরে জমা টক্সিন দূর করতে নিয়মিত তুলসীপাতা ভেজানো জল খেতে পারেন। বিভিন্ন গবেষণা বলছে, তুলসীর মধ্যে ক্যানসার প্রতিরোধী গুণও রয়েছে।

২) তুলসীপাতায় রয়েছে অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ফাঙ্গাল উপাদান। শরীরে সংক্রমণ সৃষ্টিকারী 'প্যাথোজেন'-এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে সাহায্য করে এই পানীয়।

৩) শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক চাপ, ক্লান্তি কাটাতেও সাহায্য করে তুলসীপাতা ভেজানো পানীয়। স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমিত করে মনকে শান্ত রাখে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, এই পানীয়টি অ্যান্টি-ডিপ্রেশেন্ট হিসাবে কাজ করে।

৪) হজমের গোলমাল হলেও এই পানীয় খেতে পারেন। তুলসীপাতায় এমন একটি উপাদান রয়েছে, যা প্রাকৃতিক 'কার্মিনেটিভ' হিসাবে কাজ করে। গ্যাস, অম্বল, পেটফাঁপার সমস্যায় এই পানীয়টি তাই দারুণ কাজ দেয়।

৫) সাধারণ সর্দিকাশি তো বটেই, শ্বাসযন্ত্রের জটিল কোনও সমস্যা থাকলে নিয়মিত এই পানীয় খেতে পারেন। ফুসফুসে জমা কফ, অ্যালার্জিজনিত সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে তুলসীপাতা ভেজানো জল।

'কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা, বন্দিশালার ওই শিকল ভাঙা...'

স্বাধীনতা দিবস প্রকৃত অর্থে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় দিবস ।এই প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতাকে ব্রিটিশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে প্রাণ গেছে বহু বীর-বিপ্লবীর ।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল কিছু মানুষের অব্যর্থ পরিশ্রম ।যার ফলেই ব্রিটিশদের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে ভারত ।ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, মাস্টারদা সূর্য্য সেন, প্রীতিলতা এরকম শত সহস্র বিপ্লবীদের প্রাণের উৎসর্গে ভারত পেয়েছিল পূর্ণ স্বাধীনতা ।ভারতের ইতিহাসে এই ১৫ অগস্ট দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম।১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে ।তারপর থেকেই এই দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতিবছর স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় ।স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের মুখে দাঁড়িয়ে আমরা। আসমুদ্রহিমাচল পতাকা উত্তোলন হবে। বাজবে দেশাত্মবোধক গান, স্মরণ করা হবে বীর স্বাধীননতা সংগ্রামীদের।

গেরুয়া, সাদা, সবুজ চাঁদোয়ার ছায়ায় আশ্রয় পাবে আপামর ভারতবাসীর মন। দিকে দিকে পতাকা উত্তোলন হবে। বাজবে দেশাত্মবোধক গান, স্মরণ করা হবে বীর বিপ্লবীদের। কিন্তু এসবের মাঝে আপনি কি জানেন কেন এই দিনটিকেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছিল ?

জহরলাল নেহরু যখন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ১৯২৯ সালে তখন তিনি ডাক দেন পূর্ণ স্বরাজের। তাঁর আহ্বানে ২৬ জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালন করার কথা ছিল। এরপরের বছর থেকেই কংগ্রেস কিন্তু ২৬ জানুয়ারি ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করত। তাহলে সেটা কবে বদলালো? কবে ১৫ অগস্ট হল এই দেশের স্বাধীনতা দিবস? আর কেন?

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট লর্ড মাউনটব্যাটেনকে যে আদেশপত্র দিয়েছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের সেখানে বলা হয়েছিল সমস্ত কাজ শেষ হতে ১৯৪৮ সালের ৩০ জুন হয়ে যাবে। কিন্তু এটার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় মুসলিম লীগ এবং তারা একই সঙ্গে সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা দেশের দাবি তোলে। তাই তখন মাউন্টব্যাটেন এই ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারটিকে ১৯৪৭ সালের অগস্টে এগিয়ে আনেন। সেই বছরই ৪ জুলাই ব্রিটিশ হাউজ অব কমেন্সে ভারতীয় স্বাধীনতা বিল পেশ করা হয় এবং সেটা ১৮ জুলাই গৃহীত হয়। এই বিলেই ভারত ভেঙে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তৎকালীন ভাইসরয়। অবশেষে ১৪ আগস্ট দেশ ভাগ হয় এবং ১৫ অগস্টের মাঝরাতে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত হয় ভারত। সেই থেকে পাকিস্তান ১৪ অগস্ট আর ভারত ১৫ অগস্ট স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসছে।

অনেকের মতে মাউন্টব্যাটেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শেষে জাপান যেদিন আত্ম সমর্পন করেছিল সেই দিনটিকেই ভারতের স্বাধীনতা দিবস হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর মাথাতেই প্রথম আসে যা তিনি পরে ব্রিটিশ হাউজ অব কমেন্সে জানিয়েছিলেন। লর্ডমাউন্টব্যাটেনকে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের যে আদেশপত্র দিয়েছিল তাতে বলা ছিল এই কাজ শেষ করতে হবে ৩০ জুন, ১৯৪৮-এর মধ্যে। এ ব্যাপারে সি রাজাগোপালাচারীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, ইংরেজরা যদি ১৯৪৮ সালের জুন মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করত, তাহলে হস্তান্তর করার মত কোনও ক্ষমতাই তাদের হাতে থাকত না। ফলে মাউন্টব্যাটেন সে কাজ এগিয়ে এনেছিলেন ১৯৪৭ সালের অগাস্টে। সে সময়ে মাউন্টব্যাটেন দাবি করেছিলেন, ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি এগিয়ে আনার মধ্যে দিয়ে তিনি দাঙ্গা ও রক্তপাত এড়িয়ে যেতে পেরেছেন। তাঁর দাবি ভুল প্রমাণিত হওয়ার পর আত্মপক্ষ সমর্থনে মাউন্টব্যাটেন লিখেছিলেন, "যেখানেই সাম্রাজ্যের শাসনের অন্ত হয়েছে, সেখানেই রক্তপাত হয়েছে। এ দাম দিতেই হবে।"

১৫ অগাস্ট লালকেল্লা থেকে দাতির উদ্দেশে ভাষণ দিচ্ছেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু (ফোটো-এক্সপ্রেস আর্কাইভ)

মাউন্টব্যাটেনের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে ভারতের স্বাধীনতা বিল ব্রিটিশ হাউস অফ কমন্সে পেশ করা হয় ১৯৪৭ সালের ৪ জুলাই। দু সপ্তাহের মধ্যেই তা পাশ হয়ে যায়। এর ভিত্তিতে ভারতে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয় এবং তৈরি হয় ভারত ও পাকিস্তান। এ দুই রাষ্ট্রকেই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফ্রিডম অ্যাট মিডনাইট গ্রন্থে মাউন্টব্যাটেনকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেখানে তিনি দাবি করেছেন, "আমি দিনটা এমনিই বেছেছিলাম। একটা প্রশ্নের উত্তরে আমি এই জবাব দিই। আমি বদ্ধপরিকর ছিলাম যে আমি দেখাব আমিই গোটা বিষয়টার নিয়ন্ত্রক। ওরা যখন জিজ্ঞাসা করেছিল যে আমি কোনও দিন নির্দিষ্ট করেছি কিনা, আমি বুঝে গিয়েছিলাম দ্রুত ব্যাপারটা সেরে ফেলতে হবে। আমি ও নিয়ে ভাবিনি তখনও- আমি ভাবছিলাম অগাস্ট বা সেপ্টেম্বর কিছু একটা, তার পর আমি বলে দিই ১৫ অগাস্ট। কেন? কারণ এ দিনটা জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বার্ষিকী"।

১৯৪৫ সালের ১৫ অগাস্ট জাপানের সম্রাট হিরোহিতো একটি রেকর্ডের রেডিও ভাষণ দেন যা পরে জুয়েল ভয়েস ব্রডকাস্ট নামে পরিচিত হয়। সেই রেডিও ভাষণে তিনি মিত্রশক্তির কাছে জাপানের আত্মসমর্পণের কথা ঘোষণা করেন। মাউন্টব্যাটেন স্মরণ করতে পেরেছিলেন যে তিনি সে ভাষণ শুনেছিলেন চার্চিলের ঘরে বসে এবং মিত্রশক্তির সুপ্রিম কম্যান্ডার হিসেবে জাপানের আত্মসমর্পণের নথিতে ১৯৪৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর স্বাক্ষরও করেছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তান ১৪ অগাস্ট স্বাধীন হল কীভাবে? সত্যি কথা বলতে কি, হয়নি। ভারতের স্বাধীনতা বিলে দুই দেশকেই ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দেওয়ার কথা বলা ছিল। পাকিস্তান প্রথমে ১৫ অগাসটকেই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে মেনেছিল। পাকিস্তানের প্রথম ভাষণে জিন্না বলেছিলেন, "১৫ অগাস্ট স্বাধীন, সার্বভৌম পাকিস্তানের জন্মদিন"। ১৯৪৮ সাল থেকে পাকিস্তান ১৪ অগাস্ট থেকে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে শুরু করে, তার একটা কারণ হতে পারে করাচিতে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটেছিল ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট, এথবা ১৯৪৭ সালের ১৪ অগাস্ট ছিল ২৭ তম রমজান যা মুসলিমদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র এক দিন ।কারণ যাই হোক না কেন ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই ৭৩ বছর ধরে তাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করে তীব্র দেশপ্রেমের সঙ্গে। দুই দেশেই অবশ্য স্বাধীনতার ফল ব্যাপক সংখ্যার নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার নিরিখে এ তারিখের তেমন কোনও তাৎপর্য নেই। গান্ধীর মতই সুভাষ বসুও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ব্রিটেনের বিরুদ্ধে লড়তে নাৎসী জার্মানি ও জাপানের সমর্থন নিতে গিয়েছিলেন। অনেকেই মনে করেন যে তিনি হয়তো ভারতের ইতিহাসের গতিপথ বদলে দিতে পারতেন। এ নিয়ে বিবিসির ক্লেয়ার বোওয়েস কথা বলেছেন সুভাষ বসুর আত্মীয় এবং একজন ইতিহাসবিদের সাথে। এ নিয়েই ইতিহাসের সাক্ষীর এই পর্ব।

'সুভাষ বসু এবং শরৎ বসু - এই দুই ভাই যদি আরো কিছুকাল বেঁচে থাকতেন তাহলে ভারত ভাগ হতো না' - বলছিলেন মাধুরী বসু - যিনি সুভাষচন্দ্রের ভাই শরৎ বসুর দৌহিত্রী।শরৎ বসু নিজেও ছিলেন একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামী। তবে ভারতে এখনো ইতিহাসের একজন নন্দিত নায়ক হিসেবে দেখা হয় তার ভাই সুভাষ বসু-কে।মাধুরী বসুর মতে, তিনি হচ্ছেন এমন একজন ব্যক্তি, এমন একজন নেতা - যাকে এখনও ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ শ্রদ্ধা করেন।

'আর কোন নেতা সম্পর্কে এমনটা বলা যায় না - এমনকি গান্ধীর সম্পর্কেও না। তিনি প্রায় একজন ঈশ্বরতুল্য ব্যক্তিত্ব।' বলেন তিনি।সুভাষ চন্দ্র বসু ১৯৩৮ সালে ভারতের প্রথম রাজনৈতিক দল কংগ্রেস পার্টির নেতা হয়েছিলেন।

তিনি এক ভাষণে বলেছিলেন, 'বন্ধুগণ, আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যার মধ্যে অনেক সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে।'

১৫ আগস্ট দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানটি সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়। রাজ্য রাজধানীতেও পতাকা উত্তোলন সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিজ নিজ কেন্দ্রে পতাকা উত্তোলন করেন। নানা বেসরকারি সংস্থাও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্কুল-কলেজেও পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এই উপলক্ষে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাজপোশাক পরে শোভাযাত্রা করে।

মহাকাব্য শুধু রাম-লক্ষ্মণকে নয়, সীতাকেও ফিরে দেখেছে

অতঃপর রামচন্দ্র আছাড়িপিছাড়ি কাঁদলেন। পৃথিবী দেবী তত ক্ষণে তাঁর দুখিনী কন্যাকে কোলের সিংহাসনে বসিয়ে অন্তর্হিত। রামচন্দ্র সীতার চুল টেনে পতালপ্রবেশ রোধের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু রাবণবিজয়ী বীর ব্যর্থ। কৃত্তিবাসের বর্ণনায়, "পাতালে যেতে রাম ধরেন তাঁর চুলে/ হস্তে চুলমুঠা রৈল সীতা গেল তলে।" জানকী এ বার বৈকুণ্ঠে নিজ রূপে, লক্ষ্মী হয়ে বসবেন, সবাই জানে। বাল্মীকির রাম অবশ্য বৌ উধাও হওয়ার পর একটু ক্ষাত্রতেজ দেখিয়েছিলেন। তিনি পৃথিবীকে হুমকি দিলেন, "তুমি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়ে দাও। নইলে পর্বত আর অরণ্যসহ তোমাকে বিনষ্ট করব। দরকারে পৃথিবী জলময় হয়ে যাক!" বৌ পালালে সকলেরই পুরুষকার বাড়ে, রামচন্দ্রেরও! সম্প্রতি দিবাকর ভট্টের কাশ্মীরি রামায়ণ পড়তে গিয়ে তাই ধাক্কা খেলাম। কাশ্মীরি রামায়ণ সীতার পাতালপ্রবেশের পরও কিছু বলেছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিমূর্তি স্বর্গ-মর্ত-পাতাল টুঁড়ে ফেললেন, কিন্তু লাভ হল না। ব্যর্থমনোরথ তাঁরা এ বার বাল্মীকির শরণাপন্ন হলেন। ঋষি জানালেন, কুলগাম থেকে এক ক্রোশ দূরে শঙ্করপুরে জানকী পাকাপাকি ভূগর্ভে চলে গিয়েছেন। সেখানে তিনি দেখেছেন প্রবল বেগে এক ঝর্না বেরিয়ে আসছে। দেবতারাও গিয়ে সেই জলধারা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞ গ্রিয়ারসন যখন এই কাশ্মীরি রামায়ণ-এর ছেঁড়াখোঁড়া পুঁথি খুঁজে পাচ্ছেন, ঝর্নাটার অবস্থান নিয়ে নিশ্চিত নন। বলছেন, জায়গাটা সম্ভবত অনন্তনাগের কাছে। তিনি শুনেছেন, আগে সেখানে সাধুসন্তরা থাকতেন, এখন শুধু মুসলমানেরা।একুশ শতকে ওই ঝর্না আর খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। শ্রীনগর উপত্যকা, কুলগাম মানেই যেন সন্দেহজনক এলাকা, মাঝে মাঝেই জঙ্গি আর নিরাপত্তারক্ষীদের গুলির লড়াই। ওই অঞ্চলে ভেরিনাগ, কৌসরনাগ ইত্যাদি বড় বড় ঝর্না আছে। সে যাক! অযোধ্যায় সরকারি আনুকুল্যে রামমন্দির হবে, বিতর্কিত ভাবে জমির দাম কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বেড়ে যাবে ইত্যাদি রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক পরম্পরা থাকবেই। কিন্তু আঞ্চলিক রামকথাগুলিও এ ভাবে হারিয়ে যাবে! লাঙলের ফালে ওঠা ভূমিকন্যা যদি গর্জনে ফুঁসে-ওঠা পাহাড়ি ঝর্নার অন্দরে হারিয়ে যান, রামচন্দ্র আর পৃথিবীকে জলমগ্ন করবেন কী ভাবে? কাশ্মীরি রামায়ণ এ ভাবে বাল্মীকিকে মেনেও মাঝে-মাঝে অন্য চমক নিয়ে আসে। আমাদের চেনা রামায়ণে তপোবনে সীতার যমজ পুত্র হয়। বড় কুশ, ছোট লব। আদিকবি ডিটেল দিয়েছেন, শত্রুঘ্ন রামের আদেশে লবণাসুরকে বধ করতে যাওয়ার পথে আশ্রমে আশ্রয় নেন, সে রাতেই ওই যমজরা জন্মায়। দিবাকর ভট্টের গল্পটি একটু অন্য রকম। প্রথমে লবের জন্ম, সে আর পাঁচটা শিশুর মতো হাত পা ছোড়ে, ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদে। সীতা তাকে ঋষির তত্ত্বাবধানে রেখে নানা কাজে যান। এক দিন ভাবলেন, বাচ্চাটা রোজ কাঁদে, বাল্মীকির ধ্যানে নিশ্চয় নানা ব্যাঘাত ঘটে! লবকে কোলে নিয়ে জল আনতে তিনি জঙ্গলের ঝর্নায় গেলেন ।কিন্তু আদিকবির ধ্যানটা সে দিন ঠিকঠাক জমল না। পাশে শিশুর কান্না ও কলতান নেই যে! তাকিয়ে দেখলেন, লব নেই। তা হলে কি তাঁর ধ্যানের সুযোগে কোনও বন্য জন্তু এসে শিশুটিকে তুলে নিয়ে গেল, তিনি টের পেলেন না! ঋষি কুশঘাস দিয়ে লবের অনুরূপ এক শিশু তৈরি করে তার মধ্যে প্রাণ দিলেন। সীতা লবকে নিয়ে ফিরে এসে দেখলেন, আর একটি লব হাত পা ছুড়ে কাঁদছে। তিনি আর বাল্মীকিকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে কুশঘাস নির্মিত সেই জীবন্ত শিশুকে কোলে তুলে নিলেন। বাল্মীকিও আড়চোখে দেখলেন, কিছু না বলে ফের ধ্যানে ডুবে গেলেন। সময় এবং ভাষার ব্যবধান সত্ত্বেও এই বাৎসল্য রস তুলসীদাসকে মনে পড়ায়। কৌশল্যা শিশু রামকে ঝুলায় রেখে গিয়েছেন, এসে দেখলেন সেখানে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিশাল এক পুরুষ। সভয়ে মিনতি জানালেন তিনি, "প্রভু, তুমি আবার আমার কোলের শিশু হয়ে যাও।" খানিক বাদে দেখলেন, শিশু রামলালা আগের মতোই খিলখিলিয়ে হাসছেন ।লবকুশের গল্পের পরের অংশটা আমাদের চেনা কৃত্তিবাসের রামায়ণের মতো। দুই আশ্রমবালক রাম-লক্ষ্মণদের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকাবেন, মজা পেয়ে হনুমান ও জাম্ববানকে বেঁধে মায়ের কাছে নিয়ে যাবে, "দুর্জয় দুইটি জন্তু এনেছি বান্ধিয়া/ দ্বারে না আইসে মাগো, দেখহ আসিয়া।" বাল্মীকিতে এই গল্প নেই। কাশ্মীর এবং বাংলা সে ক্ষেত্রে এক ভাবে ভেবেছিল। বাল্মীকি ছাড়াও জৈমিনি এবং আরও অনেক রামায়ণকে অনুসরণ করে তারা পুত্রের হাতে পিতার পরাজয় দেখিয়েছিল ।সূক্ষ্ম তফাত অবশ্য আছে। কৃত্তিবাসের বাল্মীকি ধ্যানে জানলেন, তপোবনকুণ্ডে আছে মৃতজীবী জল। সেই জল গায়ে ছেটাতেই লবকুশের বাণে মৃত রাম-লক্ষ্মণ থেকে বানরসৈন্যরা সকলে জীবন ফিরে পেলেন। কাশ্মীরি রামায়ণে তপোবনকুণ্ডের কথা নেই। সেখানে বাল্মীকি শিবের কাছে প্রার্থনায় বসেন, আকাশ থেকে অমৃতবর্ষণ হয়, মৃতরা জীবন ফিরে পায়। পড়তে পড়তে মনে হয়, তাই তো! কাশ্মীর যে সোমানন্দ থেকে অভিনবগুপ্ত অবধি সব শৈব দর্শনের চারণভূমি। ফলে বাল্মীকি সদাশিবের কাছেই প্রার্থনায় বসবেন। কৃত্তিবাসে যেমন বাল্মীকিকে এড়িয়ে শ্রীরামচন্দ্রের অকালবোধ থেকে মহীরাবণের দেবীপুজো অনেক নতুন গল্প ঢুকেছে!

হারিয়ে-যাওয়া চন্দ্রাবতীর লেখা রামায়ণ। সেখানে সীতা মন্দোদরীর কন্যা। দেবতাদের অমরত্ব বিনষ্ট করতে চেয়ে রাবণ একটি পাত্রে তপস্বীদের বুকের রক্ত সংগ্রহ করেছিল। স্বর্গ থেকে অপহরণ করে আনা দেবকন্যাদের সঙ্গে সে তখন প্রেমলীলায় মত্ত। উপেক্ষিতা মন্দোদরী তখন আত্মহত্যা করতে চেয়ে সেই রক্ত পান করেন। তপস্বীদের রক্ত বিষবৎ।

কিন্তু মন্দোদরী মরলেন না, একটি ডিমের জন্ম দিলেন। গনতকারেরা বললেন, এই ডিম থেকে যে কন্যা জন্মাবে, সে স্বর্ণলঙ্কা ধ্বংসের কারণ হবে। অগত্যা মন্দোদরী সোনার কৌটোয় ভরে ডিমটি ভাসিয়ে দেন। সেই কৌটো জনকের মিথিলা রাজ্যে এসে ঠেকে ।কাশ্মীরি রামায়ণেও চন্দ্রাবতী আখ্যানের মতো সীতা মন্দোদরীর মেয়ে। তবে ঋষিদের বুকের রক্তের গল্পটা নেই। সেখানে মন্দোদরী স্বর্গের পরি বা অপ্সরা। রাবণের ধ্বংসকল্পে পরি নারীর রূপ ধরে, মেয়ের জন্ম হয়। অতঃপর ভবিষ্যদ্বাণী, বাবার স্বর্ণলঙ্কা এই মেয়ে থেকেই ধ্বংস হবে। মন্দোদরী মেয়ের গলায় পাথর বেঁধে ভাসিয়ে দেন, কন্যা জনকরাজার মিথিলায় এসে পৌঁছয়। বস্তুত, সংস্কৃত 'অদ্ভুত রামায়ণ'-এও সীতা মন্দোদরীর কন্যা ।তবে চন্দ্রাবতীর কাব্যে মন্দোদরীর সঙ্গে সীতার আর দেখা হয়নি। দিবাকর ভট্ট অবশ্য জানাচ্ছেন, রাবণ সীতাকে লঙ্কায় নিয়ে গেলে মন্দোদরী কন্যাকে চিনতে পারেন। কিন্তু লজ্জায় কাউকে জানাননি ।চন্দ্রাবতীর সঙ্গে কাশ্মীরি রামায়ণের আরও অনেক চমকপ্রদ মিল। দুই জায়গাতেই সীতার ঈর্ষাকাতর ননদ, কৈকেয়ীকন্যা কুকুয়ার উপস্থিতি। গর্ভিণী সীতাকে এক দুপুরে সে গল্পে গল্পে রাবণের ছবি এঁকে দেখাতে বলে। সীতা আঁকেন, ননদিনি রায়বাঘিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটি নিয়ে রামের কাছে পৌঁছে যান। অতঃপর কানপাতলা, ঈর্ষাতুর স্বামীদের যা হয়! তার পরই সীতা বিসর্জনের নির্দেশ। কাশ্মীরি রামায়ণে ননদিনির নাম নেই, কিন্তু গল্পটা এক।

তবে কাশ্মীরি রামায়ণের আরও চমকপ্রদ বিষয়, বাল্মীকির আশ্রম থেকে সীতাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য রামের ব্যর্থ সাধাসাধি। বাল্মীকির অমৃতবর্ষণে জীবন ফিরে পেয়ে রাম সীতাকে পুত্র-সহ অযোধ্যার রাজপ্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান। জানকী নারাজ। তাঁর দরজা বন্ধ। রাম সারা রাত বাইরে দাঁড়িয়ে কাকুতিমিনতি করেন। আর বন্ধ দরজার ও-পারে সীতা দেবী পার্বতীকে দুঃখের কথা বলেন। জানান, জন্মের পর মা তাঁকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামী অগ্নিপরীক্ষা নিয়েও ননদের কথা মেনে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। গর্ভিণী অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ না করে জঙ্গলে ছেড়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন। বাল্মীকি এ বার এসে বৃদ্ধ বাবার মতো বোঝান। কিন্তু সীতার এক গোঁ, রাম নররূপী নারায়ণ হতে পারেন, তাঁর কাছে সুখদুঃখ প্রেম-অপ্রেম সব এক হতে পারে। কিন্তু তিনি তা নন। "রাম যখন আমাকে পরিত্যাগ করেছেন, ডাকলেই যাব কেন?" অতঃপর বাল্মীকির অনুরোধ-উপরোধে প্রায় নিমরাজি হয়ে যজ্ঞক্ষেত্রে গেলেন। টেক্সটের কণ্ঠরোধ! চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উল্টো দিক দেখায় বলে, পুরুষতন্ত্রের বদলে সীতাকে গুরুত্ব দেয় বলেই কি এই খণ্ডকাব্য হারিয়ে গেল? শিক্ষকের দেখানো পথে আজ মনে হয়, অষ্টাদশ শতকে দিবাকর ভট্টের রামায়ণও কি সেই কারণেই পরিচিতি পেল না? কাব্যের শেষে বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, অগস্ত্য প্রমুখ ঋষিরা জানান, সীতা পবিত্র, কিন্তু ওটিই তাঁর ললাটলিপি। রামচন্দ্র স্বয়ং এই অন্তর্ধানের জন্য দায়ী।

মহাকাব্য শুধু রাম-লক্ষ্মণকে নয়, সীতাকেও বারংবার ফিরে দেখেছে। দিবাকর ভট্টের কাশ্মীরি রামায়ণের সেখানেই উজ্জ্বল উদ্ধার। নরচন্দ্রমার দাপটে আজও প্রতিবাদী সীতা 'জনমদুখিনী' হননি, পিরপঞ্জাল পর্বতের রামকথায় নারীর কণ্ঠরোধ হয়নি।

দু'হাজারের বেশি কুকুর মেরে পুঁতে দিয়েছি গাছতলায়! দাবি কর্নাটকের প্রাক্তন এক পুরপ্রধানের

নয়াদিল্লি ঃ রাজধানী দিল্লির লোকালয় থেকে পথকুকুরদের সরানোর নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পথকুকুরদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতেও বলেছে আদালত। তবে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গবই বুধবার জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে দু'হাজারেরও বেশি কুকুর হত্যা করা হয়েছে। এমনটাই দাবি করলেন কর্নাটকের জেডি(এস) নেতা এসএল ভোজেগৌড়া। তিনি কর্নাটক বিধান পরিষদের সদস্য। অতীতে কর্নাটকের চিকমাগালুর শহরের পুরপ্রধান ছিলেন তিনি। জেডি(এস) নেতার দাবি, তিনি পুরপ্রধান থাককালীন দু'হাজারেরও বেশি কুকুরকে মেরে ফেলা হয়েছে। মঙ্গলবার পথকুকুর প্রসঙ্গে বিধান পরিষদে বক্তৃতার সময় ভোজেগৌড়া বলেন, "আমি যখন পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলাম, তখন আমরা ২৫০০ কুকুর মেরে গাছতলায় পুঁতে দিয়েছি, যাতে সেগুলি থেকে প্রাকৃতিক সার তৈরি হয়।" বস্তুত, ভোজেগৌড়া দীর্ঘদিন ধরে বিধান পরিষদের সদস্য। তিনি কোন সময়ের কথা বলতে চেয়েছেন, তা স্পষ্ট নয়। সংবাদমাধ্যম 'এনডিটিভি' অনুসারে, জেডিএস নেতা দাবি, তাঁরা 'মাংসের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে' খাইয়ে দিয়েছিলেন কুকুরদের। তিনি এ-ও বলেন, "যদি আমাদের সন্তানদের জন্য আমাকে জেলে যেতে হয়, আমি তাতেও রাজি।" বিধান পরিষদে আলোচনার সময় তিনি এ-ও বলেন, "পশুদের নিয়ে আমাদেরও উদ্বেগ আছে। তবে পশুপ্রেমীরা আরও একটি সমস্যা। আমরা প্রতিদিন কুকুরের কামড়ের ঘটনা দেখছি। আক্রান্তদের হাসপাতালে ভর্তি করানো হচ্ছে। যদি কেউ রাস্তা থেকে পথকুকুরদের সরানোর বিরোধিতা করেন, তা হলে সরকারের উচিত তাঁদের বাড়ির প্রাঙ্গণে কয়েকটি কুকুর রেখে আসা। যাতে তাঁরা বাস্তব পরিস্থিতি বুঝতে পারেন। তাঁদের বাড়ির সন্তানদের পথকুকুর কামড়ালে তাঁরা কী করবেন?" বস্তুত, দিল্লিতে পথকুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। তা নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপও করে আদালত। সম্প্রতি পথকুকুর সংক্রান্ত ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের এক নির্দেশে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। রাজধানী দিল্লির লোকালয় থেকে পথকুকুরদের সরানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পথকুকুরদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করতেও বলেছে আদালত। তবে শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি বিআর গবই বুধবার জানিয়েছেন, বিষয়টি তিনি খতিয়ে দেখবেন।

জাতভাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই! বারান্দা থেকে ঝাঁপ দিয়ে শিশুদের প্রাণ বাঁচাল 'সুপারডগ' জার্মান শেফার্ড

নয়াদিল্লি ঃ উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশের একটি আবাসিক এলাকায় রাস্তায় খেলতে থাকা তিন শিশুর প্রাণ বাঁচাল পোষ্য সারমেয়। পথকুকুরের আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা করেছে জার্মান শেফার্ড।
মানবশিশুদের বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রজাতির উপর আক্রমণ হানল এক জার্মান শেফার্ড। একটি পথকুকুর একদল শিশুকে তাড়া করছে দেখে বারান্দা থেকে লাফ দেয় কুকুরটি। পথকুকুরটির পিছনে ধাওয়া করে শিশুগুলিকে রক্ষা করে 'সুপারডগ'। উত্তরাখণ্ডের হৃষীকেশের একটি আবাসিক এলাকার ঘটনা। সেই ঘটনারই একটি ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে সমাজমাধ্যমে। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো দেখে পোষা কুকুরটির বুদ্ধিমত্তা ও আনুগত্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন নেটাগরিকদের একাংশ। ভাইরাল হয়েছে সেই ভিডিয়োটি। 'ঘর কা কলেশ' নামের এক্স হ্যান্ডল থেকে পোস্ট হওয়া সেই ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, বারান্দায় বসে রয়েছে পোষা জার্মান শেফার্ড। সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে ছুটে খেলা করছে তিনটি শিশু। হঠাৎ করেই কিছু একটা লক্ষ করে জার্মান শেফার্ডটি চঞ্চল হয়ে পড়ে। তড়িৎগতিতে উঁচু বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেয় সে। পরমুহূর্তেই দেখা যায় শিশুগুলিকে তাড়া করে ছুটে আসছে অন্য একটি কুকুর। সতর্ক পোষ্য কুকুরটি সেটিকে তাড়িয়ে দিয়ে তাদের রক্ষা করে। ভিডিয়োটি পোস্ট করার পর ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ বার দেখা হয়েছে। কুকুরটির দ্রুত প্রতিক্রিয়া সমাজমাধ্যমের নজর কেড়েছে। পোস্টে লেখা হয়েছে, "একটি কুকুর অন্য কুকুরের হাত থেকে বাচ্চাদের বাঁচাতে সুপারহিরোর মতো লাফিয়ে পড়ল।" ভিডিয়োয় প্রচুর মন্তব্য জমা পড়েছে। এক জন নেটমাধ্যম ব্যবহারকারী মন্তব্য করেছেন, "কুকুরেরা মানুষের চেয়ে বেশি অনুগত, এটা আবার প্রমাণিত।" অন্য এক জন কুকুরটিকে 'শিশুদের প্রকৃত দেহরক্ষী' বলে মন্তব্য করেছেন।

স্বাধীনতা দিবসে মাংস নিষিদ্ধ! বন্ধ রাখতে হবে দোকান! নিদান

নয়াদিল্লি ঃ এ বছর স্বাধীনতা দিবসের পরের দিনই জন্মাষ্টমী। দেশের একাধিক পুরসভা ওই দু'দিন মাংসে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তা নিয়ে শোরগোল শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। অনেকেরই দাবি, এই নিষেধাজ্ঞা অসাংবিধানিক।
স্বাধীনতা দিবসে মাংস নিষিদ্ধ! মাংসের দোকান বন্ধ রাখতে হবে! এমনই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দেশের নানা প্রান্তে। বেশ কয়েকটি পুরসভা থেকে এই ধরনের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে। অভিযোগ, স্বাধীনতা দিবসের মতো দিনে দেশবাসীর স্বাধীনতাতেই হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এই নির্দেশিকার মাধ্যমে। কে কী খাবেন, তা সরকার বা প্রশাসন ঠিক করে দিতে পারে কি? প্রশ্ন তুলছে বিরোধীরা।
ঘটনাচক্রে, এ বছর স্বাধীনতা দিবসের পরের দিনই জন্মাষ্টমী। অনেক পুরসভা থেকে এই দু'দিনই মাংসের দোকান বন্ধ রাখার নিদান দেওয়া হয়েছে। গ্রেটার হায়দরাবাদ পুরসভার নির্দেশিকা বলছে, ১৫ এবং ১৬ অগস্ট শহরের সমস্ত মাংসের দোকান এবং কষাইখানা বন্ধ রাখতে হবে। হায়দরাবাদের সাংসদ এবং মিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসি বুধবার সমাজমাধ্যমে এর প্রতিবাদ করেছেন। লিখেছেন, "দেশের নানা প্রান্তে অনেক পুরসভা ১৫ অগস্ট মাংসের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। দুর্ভাগ্যজনক যে, হায়দরাবাদেও এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটা সংবিধানবিরোধী। স্বাধীনতা দিবস পালনের সঙ্গে মাংস খাওয়ার কী সম্পর্ক? তেলঙ্গানার ৯৯ শতাংশ মানুষ মাংস খান। তাতে নিষেধাজ্ঞা নাগরিকদের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত পরিসরে, সংস্কার এবং ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ।"
মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি শম্ভাজিনগরেও অনুরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার স্বয়ং তার বিরোধিতা করেছেন। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, "এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। বড় বড় শহরে অনেক রকম ধর্ম এবং জাতির মানুষ বাস করেন। যদি এটা কোনও আবেগের বিষয় হত, তা হলে মানুষ এক দিনের জন্য তা মেনে নিতেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবসে যদি এমন নির্দেশ দেওয়া হয়, তা হলে মুশকিল।"
মুম্বইয়ের কাছে ঠাণের কল্যাণ ডোম্বিভালি পুরসভায় মাংসে নিষেধাজ্ঞা জারির পর প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন শিবসেনা (উদ্ধব ঠাকরে) নেতা আদিত্য ঠাকরেও। পুরসভার কমিশনারের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তিনি। তাঁর কথায়, "স্বাধীনতা দিবসে আমরা কী খাব, সেটা আমাদের অধিকার, আমাদের স্বাধীনতা। কী খাব, তা অন্য কেউ বলে দিতে পারে না। আমাদের বাড়িতে তো নবরাত্রির প্রসাদেও চিংড়ি এবং অন্য মাছ থাকে। এটা আমাদের রীতি। এটাই হিন্দুত্ব। আপনারা আমাদের ঘরে ঢুকছেন কেন? পুরসভার উচিত রাস্তার বেহাল দশার দিকে নজর দেওয়া।"
মহারাষ্ট্রে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনার মুখপাত্র অরুণ সাওয়ান্তের দাবি, রাজ্য সরকার মাংসে এই নিষেধাজ্ঞা অনুমোদন করেনি। একে 'সরকারকে কালিমালিপ্ত করার জন্য বিরোধীদের চক্রান্ত' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

৪০ বছরে পৌঁছে এনপিএসে লগ্নি, লাখ টাকা পেনশন পেতে হলে প্রতি মাসে কত টাকা করতে হবে বিনিয়োগ?

নয়াদিল্লি ঃ জাতীয় পেনশন প্রকল্প বা এনপিএসে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রতি মাসে লাখ টাকা পেনশন পাওয়ার রয়েছে সুযোগ। ৪০ বছরে পৌঁছে বিনিয়োগ করা শুরু করলে প্রতি মাসে কত টাকা রাখতে হবে ওই তহবিলে? অবসরের পর প্রতি মাসে লাখ টাকা পেনশন পেতে চান? জাতীয় পেনশন প্রকল্প বা এনপিএসে (ন্যাশনাল পেনশন স্কিম) লগ্নিতে রয়েছে সেই সুযোগ। এর জন্য কম বয়সে বিনিয়োগ করতে হবে, এমনটা নয়। ৪০ বছরে পৌঁছে এনপিএসে টাকা রাখলেও মাসিক পেনশনের অঙ্ক লাখ টাকায় পৌঁছতে পারে। কিন্তু কী ভাবে? তারই হদিস রইল আনন্দবাজার ডট কমের এই প্রতিবেদনে। উল্লেখ্য, প্রতি মাসে এক লক্ষ টাকা পেনশন পেতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিতে ৬০ বছরের মধ্যে এনপিএস তহবিলে জমা করতে হবে পাঁচ কোটি টাকা। ৪০-এ এতে টাকা রাখা শুরু করলে মাত্র ২০ বছর বিনিয়োগের সুযোগ পাবেন তিনি। ফলে প্রতি মাসে অন্তত ৬৫ হাজার টাকা জমা দিতে তাঁকে। এনপিএসে সুদের হার সুনির্দিষ্ট নয়। শেয়ার বাজারের ওঠা-নামার উপরে নির্ভর করবে এর সূচক। তবে আর্থিক বিশ্লেষকদের দাবি, সাধারণ ভাবে একজন ব্যক্তি এতে নয় থেকে ১২ শতাংশ পর্যন্ত সুদ পেতে পারেন। উল্লেখ্য, মাসে ৬৫ হাজার টাকা লগ্নি করলে সুদের হার ১০ শতাংশ হলেই পেনশনের অঙ্ক লাখ টাকায় পৌঁছে যাবে, বলছেন আর্থিক বিশ্লেষকেরা। কেন্দ্রের চালু করা এনপিএসের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হল 'পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট অথরিটি' বা পিএফআরডিএ। এটি কোনও বাধ্যতামূলক প্রকল্প নয়। ইচ্ছুক কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা এতে বিনিয়োগ করতে পারেন। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল অবসরের পর সংশ্লিষ্ট তহবিল থেকে তুলে নেওয়া অর্থের উপরে গ্রাহককে দিতে হবে না কোনও কর। যদিও তাতে বেশ কিছু শর্ত রয়েছে।
এনপিএসের নিয়ম অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারী ৬০ বছরে পৌঁছে পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত তহবিল থেকে বিনা করে তুলে নিতে পারবেন। মোট জমানো অর্থের ৬০ শতাংশ করমুক্ত ভাবে উত্তোলনের অধিকার রয়েছে তাঁর। কিন্তু বাকি অর্থ বার্ষিক পরিকল্পনা কেনার জন্য খরচ করতে হবে।

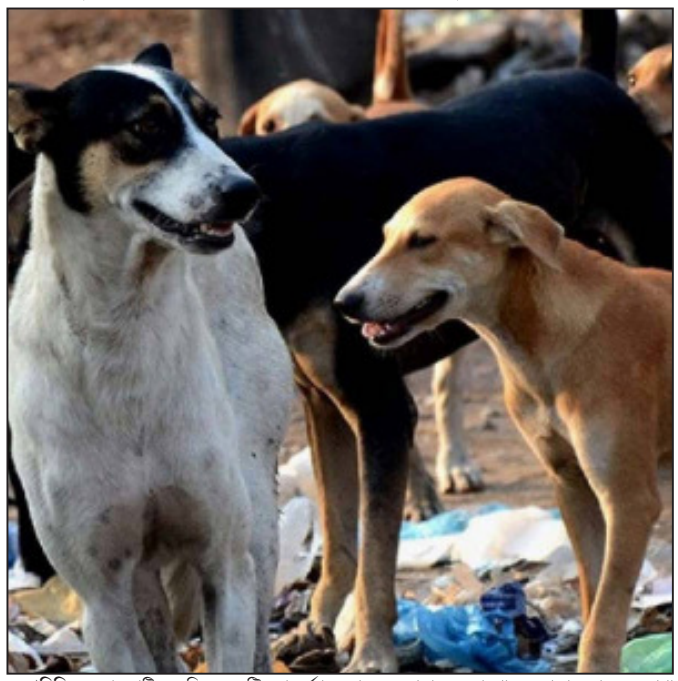

দিল্লির পথকুকুরদের মামলা দুই বিচারপতির বেঞ্চ থেকে সরিয়ে নতুন বেঞ্চে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি ঃ মামলাটি শুনছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ। সেখান থেকে সরিয়ে এই মামলা পাঠানো হয়েছে তিন সদস্যের নতুন বেঞ্চে। বৃহস্পতিবারই শুনানি।
দিল্লির পথকুকুরদের নিয়ে মামলা নতুন বেঞ্চে পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। মামলাটি শুনছিল বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি আর মহাদেবনের বেঞ্চ। সেখান থেকে সরিয়ে এই মামলা পাঠানো হয়েছে তিন সদস্যের নতুন বেঞ্চে। তাতে রয়েছেন বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জরিয়া। বৃহস্পতিবারই নতুন বেঞ্চ দিল্লির পথকুকুরদের মামলা শুনবে।
পথকুকুরদের নিয়ে মামলাটি স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে শুনছিল সুপ্রিম কোর্ট। গত সোমবার আদালত নির্দেশ দেয়, রাজধানীর রাস্তা থেকে অবিলম্বে সরিয়ে ফেলতে হবে কয়েক লক্ষ পথকুকুর। তাদের জীবাণুমুক্ত করে স্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে পাঠাতে হবে। রাস্তায় আর কোনও কুকুর থাকবে না। এর পরেই বিতর্ক শুরু হয়। পশুপ্রেমী সংগঠনগুলি এর প্রতিবাদ করে। বুধবার সকালে এবং বিকেলে দু"বার এ বিষয়ে প্রধান বিচারপতি বিআর গবইয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রধান বিচারপতি জানান, তিনি বিষয়টি দেখবেন।
সকালে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানানো হয়, বিচারপতি পারদিওয়ালার বেঞ্চ যে নির্দেশ দিয়েছে, তা গত বছর সুপ্রিম কোর্টেরই একটি নির্দেশের পরিপন্থী। পরে বিকেলে আর এক আইনজীবী প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান, আদালতের কোনও নির্দেশ আপলোড না-হওয়া সত্ত্বেও দিল্লিতে পথকুকুর ধরা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রধান বিচারপতি আশ্বাস দেন, বিষয়টি দেখা হবে। এর পরেই জানা যায়, এই সংক্রান্ত মামলা পূর্বের বেঞ্চ থেকে সরানো হয়েছে। তিন সদস্যের নতুন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে বৃহস্পতিবার।
সম্প্রতি দিল্লিতে পথকুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যাবৃদ্ধি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সুপ্রিম কোর্ট। এই সমস্যার সমাধান খুঁজতে নয়াদিল্লি পুরসভা (এনডিএমসি) এবং দিল্লি পুরসভার (এমসিডি) কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়। তার পর রাস্তা থেকে পথকুকুরদের সরানো নির্দেশ দেওয়া হয়। মঙ্গলবার আর এক নির্দেশিকা জারি করে জানানো হয়, এখন থেকে উচ্ছিষ্ট খাবার খোলা জায়গায় ফেলা যাবে না, ঢেকে রাখা ডাস্টবিনে ফেলতে হবে। কারণ এতে পথকুকুর ও অন্য প্রাণীরা ওই ফেলে দেওয়া খাবারের প্রতি আকৃষ্ট হয়। খাবারের খোঁজে তারা আবর্জনার স্তূপ ঘাঁটাঘাঁটি করে, যা অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু রাজনীতিবিদ থেকে শুরু করে বিনোদন জগতের তারকারা এর বিরুদ্ধে সরব হন। বিতর্কের মাঝে মামলার বেঞ্চ বদল হল।

জনসমক্ষে মেট্রোলাইনে প্রস্রাব! প্রতিবাদ করায় ঝামেলা বাধল দু'পক্ষের মধ্যে, ভাইরাল ভিডিয়োয় হইচই নেটপাড়ায়

নয়াদিল্লি ঃ ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির ইন্দ্রলোক মেট্রো স্টেশনে। ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, ইন্দ্রলোক মেট্রো স্টেশনের লাইনে প্রস্রাব করছে এক বালক। বালকের হাত ধরে আছেন তার বাবা। কখনও স্বল্পবসনা তরুণীর মেট্রোয় ওঠা, কখনও মেট্রোর ভিতরে যাত্রীদের সামনে তরুণ-তরুণীর ঘনিষ্ঠ হওয়া, কখনও বসার জায়গা নিয়ে মারামারি দিল্লি মেট্রোর এমন নানা দৃশ্য প্রকাশ্যে এসেছে বার বার। এর জেরে বার বারই খবরের শিরোনামে এসেছে রাজধানীর মেট্রো। অদ্ভুত কাণ্ডের জেরে দিল্লির মেট্রো আবার খবরের শিরোনামে। এ বার মেট্রোর লাইনে সন্তানের প্রস্রাব করা নিয়ে তার বাবার সঙ্গে ঝামেলা বাধল এক যাত্রীর। সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো প্রকাশ্যে এসেছে। ভাইরাল হয়েছে ভিডিয়োটি।

ভারতের হামলায় কি গুঁড়িয়ে গিয়েছে আমেরিকায় তৈরি পাক যুদ্ধবিমান এফ-১৬?

নয়াদিল্লি ঃ আমেরিকার কাছ থেকে এফ-১৬ কিনেছিল পাকিস্তান। পরিসংখ্যান বলছে, ৭৫-৭৬টি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ইসলামাবাদের কাছে থাকার কথা। বায়ুসেনা প্রধান জানিয়েছিলেন, সিঁদুর অভিযানের সময় এফ-১৬ ধ্বংস হয়েছে।
'অপারেশন সিঁদুর' এবং তৎপরবর্তী ভারত-পাক সংঘর্ষে কি পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছে? ওই যুদ্ধবিমানগুলি আমেরিকায় তৈরি। তাই এ বিষয়ে আমেরিকার বিদেশ দফতরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম 'এনডিটিভি'কে তারা একটি বাক্যে জবাব দিয়েছে। মেলেনি কোনও স্পষ্ট উত্তর। আমেরিকার কাছ থেকে এফ-১৬ কিনেছিল পাকিস্তান। পরিসংখ্যান বলছে, ৭৫-৭৬টি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ইসলামাবাদের কাছে থাকার কথা। গত মে মাসে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলেছে, তাতে এই যুদ্ধবিমানও ব্যবহার করা হয়েছিল। পাকিস্তানে এফ-১৬ কখন কী ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলি কী অবস্থায় আছে, তার দিকে সবসময় নজর রাখে হোয়াইট হাউস। এই কাজের জন্য আলাদা কিছু দলও নিযুক্ত রয়েছে, যার নাম টেকনিক্যাল সাপোর্ট টিম (টিএসটি)। ফলে পাকিস্তানে এই মুহূর্তে কতগুলি এফ-১৬ রয়েছে, কী অবস্থায় রয়েছে, তা সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য আমেরিকার কাছে থাকার কথা। কিন্তু তারা এ বিষয়ে প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়েছে। এই সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে মার্কিন বিদেশ দফতর থেকে বলা হয়েছে, "পাকিস্তানের এফ-১৬ নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আপনাদের পাক সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিচ্ছি।" আর কোনও মন্তব্য এ নিয়ে করতে চায়নি ওয়াশিংটন।
ইসলামাবাদ এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে এফ-১৬ নিয়ে চুক্তি হয়েছিল। কোন পরিস্থিতিতে এফ-১৬ ব্যবহার করা যাবে, চুক্তির শর্তে তা বলে দেওয়া হয়েছিল। আমেরিকার সরকার সেই চুক্তি অনুযায়ীই পাকিস্তানে টিএসটি মোতায়েন করেছিল। চুক্তিভিত্তিক কাজ করে এই দলগুলি। পাক যুদ্ধবিমান সম্পর্কে তারা সবরকম তথ্য রাখে এবং আমেরিকাকে জানায়। ২০১৯ সালে ভারত পাকিস্তানের বালাকোটে জইশের জঙ্গিঘাঁটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময়ও পাক এফ-১৬ ধ্বংস হয়েছে বলে জল্পনা শুরু হয়েছিল। ভারত দাবি করেছিল, অন্তত একটি এফ-১৬ ধ্বংস করা হয়েছে। আমেরিকা সেই সময় পাল্টা দাবি করে, তাদের আধিকারিকেরা ইসলামাবাদের এফ-১৬ বিমান গুনে দেখেছেন। বিমানের সংখ্যা অপরিবর্তিত রয়েছে। তবে এ বার আর সেই দাবি করা হচ্ছে না আমেরিকা থেকে। বরং প্রকাশ্যে এফ-১৬ নিয়ে কোনও মন্তব্যই তারা করতে চাইছে না।
গত শনিবার বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিংহ বেঙ্গালুরুতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সিঁদুর অভিযান নিয়ে মুখ খুলেছিলেন। সেখানে তিনি জানান, সংঘর্ষ চলাকালীন ভারতের হামলায় অন্তত ছ'টি পাকিস্তানি বিমান ধ্বংস হয়েছে। তার মধ্যে পাঁচটিই যুদ্ধবিমান। এখনও পর্যন্ত ভূমি থেকে আকাশে হামলার ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে বড় সাফল্য। পাক বিমানগুলি ধ্বংস হয়েছে ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা 'এস-৪০০'-এর মাধ্যমে। অমরপ্রীত বলেছিলেন, "শাহবাজ জ্যাকোবাবাদের বিমানঘাঁটিতে হামলা চালানো হয়েছিল। ওখানে একটা এফ-১৬ হ্যাঙ্গার ছিল। তার অর্ধেকই উড়ে গিয়েছে।

'ভারতের নাগরিকত্ব পাওয়ার আগেই ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল সনিয়ার'! ১৯৮০ সালের 'নথি' দেখিয়ে অভিযোগ বিজেপির

নয়াদিল্লি ঃ অমিতের দাবি, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে 'আঁতাত' করে ভোটার জালিয়াতি করেছেন সনিয়া। অভিযোগ, সে সময় তিনি ভারতের নাগরিকও হননি। কিন্তু তার আগেই অবৈধ ভাবে ভোটার তালিকায় নাম উঠে গিয়েছিল তাঁর। খাতায়কলমে ভারতের নাগরিক হওয়ার আগেই নাকি ভোটার তালিকায় নাম উঠে গিয়েছিল কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধীর! ভোটার তালিকা নিয়ে বিতর্কের আবহে এ বার এমনটাই অভিযোগ তুলল বিজেপি। বুধবার দুপুরে নিজের এক্স হ্যান্ডলে এই অভিযোগ এনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শানিয়েছেন বিজেপির আইটি সেলের সর্বভারতীয় প্রধান অমিত মালবীয়।চ্ন্ডানস্ত্বন্ত্রত্রদ্র
অমিতের দাবি, আজ থেকে ৪৫ বছর আগে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে 'আঁতাত' করে ভোটার জালিয়াতি করেছেন সনিয়া। অভিযোগ, সে সময় তিনি ভারতের নাগরিকও হননি। কিন্তু তার আগেই অবৈধ ভাবে ভোটার তালিকায় নাম উঠে গিয়েছিল তাঁর। নিজের দাবির সপক্ষে প্রামাণ্য 'নথি'ও দেখিয়েছেন অমিত। ১৯৮০ সালের ভোটার তালিকার একটি ছবি পোস্ট করে অমিত দাবি করেছেন, ওই বছরের ভোটার তালিকায় সনিয়ার নাম ছিল। অথচ সনিয়া তখনও ভারতের নাগরিকত্ব পাননি। এর পরেই অমিত লেখেন, "এটি যদি নির্বাচনী বিধিলঙ্ঘন না হয়, তা হলে কী?"
১৯৪৬ সালে ইতালিতে জন্ম সনিয়ার। পিতৃদত্ত নাম ছিল সনিয়া মাইনো। ১৯৬৮ সালে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে বিবাহের পর গান্ধী পরিবারের অংশ হয়ে ওঠেন ইতালির মেয়ে। বিজেপির দাবি, ১৯৮০ সালে লোকসভা ভোটের আগে প্রথম বার নয়াদিল্লি কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় নাম ওঠে সনিয়ার। সে সময় গান্ধী পরিবার তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারি বাসভবনেই থাকত। বিজেপির আরও দাবি, ১৯৮২ সাল পর্যন্ত সনিয়ার নাম ভোটার তালিকাভুক্ত ছিল। অথচ তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব পান ১৯৮৩ সালে। এই 'তথ্যপ্রমাণ' প্রকাশ্যে এনে অমিত লেখেন, "এটি স্পষ্টত আইনের লঙ্ঘন। ভোটার হিসাবে নিবন্ধিত হতে গেলে একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হয়। ১৯৮২ সালে বিতর্ক ও সমালোচনার জেরে সনিয়ার নাম তালিকা থেকে মুছে ফেলা হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার পর তাঁর নাম ফের তালিকাভুক্ত হয়।" অমিতের দাবি, সনিয়ার নাম যখন দ্বিতীয় বার ভোটার তালিকায় ওঠে, তাতেও একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে। ১৯৮৩ সালের ১ জানুয়ারির আগে নাগরিকত্ব পেলে তবেই সে বছর নাম ওঠার কথা। অথচ সনিয়া ভারতের নাগরিক হন ১৯৮৩ সালের এপ্রিল মাসে।
অমিতের ওই পোস্টের পরেই সরব হয়েছে বিজেপি।

৫ বছর পর কাছাকাছি আসছে দিল্লি-বেজিং, সীমান্ত বাণিজ্য ফের শুরুতে ভারত-চীন আলোচনার উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট : ভারত ও চীন পাঁচ বছর পর ফের সীমান্ত বাণিজ্য শুরু করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক। পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা চীনা পক্ষের সঙ্গে সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালুর বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। নির্দিষ্ট তিনটি বাণিজ্য পয়েন্ট, উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস, হিমাচল প্রদেশের শিপকি লা পাস এবং সিকিমের নাথু লা পাস এর মাধ্যমে বাণিজ্য চালুর বিষয়ে আলোচনা চলছে। নতুন কোনও আপডেট এলে আমরা জানাবো। এদিকে ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বিশেষ প্রতিনিধি স্তরের বৈঠক আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ১৮ আগস্ট ভারত সফরে আসবেন। তিনি ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গালওয়ান উপত্যকায় ২০২০ সালের জুনে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এটাই হতে চলেছে কোনও চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর। ফলে কূটনৈতিক মহলে এই বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা আগামী মাস থেকেই পুনরায় চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগো-সহ একাধিক বিমান সংস্থাকে জানিয়েছে, চীনের উদ্দেশ্যে ফ্লাইট চালুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ মহামারির সূচনালগ্ন থেকেই ভারত-চীনের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় শুরু এবং বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠকের মতো পদক্ষেপগুলি ভারত-চীন সম্পর্কে বরফ গলার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত জটিলতা সম্পূর্ণ মিটতে এখনও সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১১ বছরের আরও এক নাবালিকা ধর্ষণের শিকার

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। ১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ, অভিযুক্ত ধর্ষক পুলিশের জালে। আমতলী থানার অন্তর্গত হাঁপানিয়া দিলিপ পল্লী এলাকায় নাবালিকা ধর্ষণের মতো জঘন্য ঘটনা ঘটে গেল আবারো। জানা গেছে মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ ওই এলাকার সৌরভ বর্মন ওরফে প্রকাশ নামে এক যুবক একই এলাকার ১১ বছরের এক লাবালিকা মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে ধর্ষণ করে। পরে নাবালিকা মেয়েটি এই ঘটনাটি তার মা-বাবাকে জানালে তারা অভিযুক্ত ধর্ষক সৌরভ বর্মন ওরফে প্রকাশের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় লিখিত আকারে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। আমতলী থানার পুলিশ এই অভিযোগ গ্রহণ করেই বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিমকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেদিন অভিযুক্ত ধর্ষক সৌরভ বর্মন ওরফে প্রকাশকে গ্রেফতার করে। এই ব্যাপারে আমতলী থানার পুলিশ পক্সো আইনে একটি মামলা নথিভুক্ত করে। এলাকাবাসীদের দাবি অভিযুক্ত সৌরভ বর্মনকে এমন শাস্তি প্রদান করা হোক যাতে করে আগামী দিনে এই ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটাতে কেউ যেন সাহস না পায়।

থাইল্যান্ডে এশিয়ান বডিবিল্ডিং চ্যাম্পিয়নশিপে অফিসিয়েটিংয়ের দায়িত্বে ত্রিপুরার তনয় দাস

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। রাজ্য ক্রীড়া জগতের আঙ্গিনায় এক দারুন খবর। আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ানশপে বিচার পতির মঞ্চে ত্রিপুরার তনয় দাস আমন্ত্রণ পেয়েছেন এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে অফিসিয়েটিং এর জন্য। আগামী ১৮ থেকে ২৫ আগস্ট থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ৫৭ তম এশিয়ান বডিবিল্ডিং এন্ড ফিজিক স্পোর্টস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে অফিসিয়েটিং এর জন্য সারা ভারত থেকে দুজন আন্তর্জাতিক জাজ আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তাদের মধ্যে ত্রিপুরার প্রাক্তন বডিবিল্ডার এবং কোচ তথা স্বনামধন্য ক্রীড়া সংগঠক এবং ত্রিপুরা বডি বিল্ডারস এন্ড ফিটনেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তনয় দাস একজন। আরেকজন ওড়িশা রাজ্য সংস্থার

সভাপতি শ্রীমতি সুমিত্রা ত্রিপাঠী। বিশ্ব বডি বিল্ডিং এবং ফিজিক ক্রীড়াঙ্গনে বর্তমানে একমাত্র বাঙ্গালী জাজ হিসেবে রয়েছেন ত্রিপুরার তনয় দাস। রাজ্য বাসীর জন্য বিশেষ করে বাঙালি ঘরানা থেকে তাও একটি নজিরবিহীন বিষয়।

দেশকে বিভাজন থেকে রক্ষা করতে যুবকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : রতন লাল নাথ

আগরতলা, ১৪ আগস্ট : বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় 'বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস' উপলক্ষে এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রার নেতৃত্ব দেন। বিজেপি যুব মোর্চা, মোহনপুরের উদ্যোগে আয়োজিত এই বাইক মোহনপুর কামাখ্যা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা শুরু করে কালাগাছিয়া, বিজয়নগর, তারাপুর চৌমুহানি, মণিপুরি চৌমুহানি, সিনেমা হল রোড, দিঘালিয়া হয়ে তুলাবাগান কলোনি ফুটবল ময়দানে এসে সমাপ্ত হয়। আজকের র‍্যালিতে দুই হাজারেরও বেশি যুবক বাইকে জাতীয় পতাকা হাতে গর্বের সঙ্গে অংশ নেন। এদিন মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 'বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস' ঘোষণা করেছিলেন। যুব সমাজকে জানতে হবে কার স্বার্থে দেশকে বিভক্ত করা হয়েছিল। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যাতে আর কেউ দেশকে বিভক্ত করতে না পারে। তাই আজকের এই তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন অনেক মা, সন্তানদের সঙ্গে এখানে এসেছেন। তখন বহু মানুষকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আজও একটি অংশ দেশকে বিভক্ত করার স্বপ্ন দেখে। আমরা চাই না সেই ভয়াবহ দিন আবার ফিরে আসুক। যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, আর তাই এই দিনটি আমরা পালন করছি। মন্ত্রী উপস্থিত সকলকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে জাতীয় পতাকা নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন এটি ঐতিহাসিক বাইক র‍্যালি হয়ে থাকবে। আমি জানি না, এরকম র‍্যালি আগে রাজ্যের কোথাও হয়েছে কিনা।

জিবি হাসপাতালে ফার্মাসি তে ঔষধের দাম নিয়ে দু পক্ষের বিবাদ

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। ত্রিপুরার প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালের সরকারি ঔষধের ফার্মাসি তে ওষুধের দাম নিয়ে দু পক্ষের বিবাদের জেরে উত্তাল পরিস্থিতি। এর মাঝে সেই খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে হেনস্থার শিকার এক সাংবাদিক এমনটাই অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবস্থিত রোগী কল্যাণ সমিতির ওষুধের দোকানে। সরকারি জমিতে স্থাপিত এই ঔষধের দোকানটি মূলত রোগীরা যাতে বাজারদরের তুলনায় কম দামে ওষুধ পান, সেই উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছিল। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার এক ক্রেতা ওই দোকান থেকে ওষুধ কিনতে গেলে দোকানের ভেতরে উপস্থিত কর্মীদের কাছ থেকে দুর্ব্যবহারের শিকার হন। এমনকি দামের তুলনায় বাড়তি মূল্য আদায়ের অভিযোগ উঠে। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকায় বিষয়টি কভার করতে যান সাংবাদিক ভূপাল চক্রবর্তী। তখনই কাউন্টারের ভিতরে থাকা এক ব্যক্তি, সাংবাদিকের হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। পরে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলার এনসিসি থানায় মামলা করেন ভূপাল চক্রবর্তী। পরে পুলিশ সেখানে গেলে জানা যায় যে অভিযুক্তের নাম তাপস পাল। ঘটনার পর সেখানে যান জিবি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপার ডা. কনক চৌধুরী, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং জিবি আউটপোস্টের পুলিশ। ডা. কনক চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নেবে।

ধর্মনগর হাসপাতালে প্রসূতির রহস্যজনক মৃত্যু উত্তাল জনতা, ঘটনায় কংগ্রেসের ধর্ণা

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে এক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতার নাম হাসিনা বেগম (২২)। বাবার বাড়ি ডুপিরবন্ধ গ্রামে, বিবাহ হয়েছিল পূর্ব তিলথৈ এলাকার পালগেঁয়ে। দুই দিন আগে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাসিনা ভর্তি হন হাসপাতালে। আজ ভোররাত প্রায় তিনটার সময় সিজারের মাধ্যমে একটি সুস্থ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। কিন্তু মাত্র দুই ঘণ্টা পর, ভোর পাঁচটার দিকে, তাঁর মৃত্যু হয়। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রা হাসপাতালে ছুটে আসেন এবং ডাক্তারকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা নার্সদের প্রশ্ন করেনসিজারের রোগীকে কেন আইসিইউ বা পোস্ট-অপারেটিভ রুমের বদলে জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হলো? নার্সদের দাবি, আইসিইউ-তে সিট না থাকায় তাঁকে জেনারেল ওয়ার্ডে শিফট করা হয়েছে। এতে উত্তেজিত গ্রামবাসীর প্রশ্নযদি সিট না থাকে, তাহলে কেন অন্যত্র রেফার করা হলো না? নার্সরা জানান, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ডাক্তার নেবেন। আর তাতেই মৃতার পরিবারের লোকজনেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। স্থানীয়দের অভিযোগ, হাসিনা ভর্তি হওয়ার সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু সন্তান জন্মের মাত্র দুই ঘণ্টার মাথায় কীভাবে মৃত্যু হলো, তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। ঘটনার প্রতিবাদে ভোরেই কংগ্রেস সমর্থকেরা হাসপাতালে পৌঁছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট এই ঘটনার জবাব চাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। কেন প্রসূতিকে জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হলো তার ব্যাখ্যা চান কংগ্রেস সমর্থকেরা। পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাসপাতালে ধর্না দেওয়া হয়। এদিকে খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রনে আসে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পূর্ব তিলথৈ ও ডুপিরবন্ধ গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। উত্তর জেলার মানুষ এখন অপেক্ষা করছেচিকিৎসক এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই মৃত্যুর জন্য কী ব্যাখ্যা দেবেন।

চড়িলামে দ্বিতীয় দিনে সেনা জওয়ানদের বাড়িতে মণ্ডল সভাপতি

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে চড়িলাম বিজেপি মন্ডল এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। চড়িলাম বিধানসভা এলাকায় মোট ৫১৪ জন কর্মরত এবং অবসর প্রাপ্ত সেনা-জওয়ান, পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের বাড়িতে গিয়ে তাদের সংবর্ধিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ১৩ থেকে ১৫ অগাষ্ট তিন দিনে এই কর্মসূচি সম্পন্ন করা হবে। বুধবার মন্ডল সভাপতি তাপস দাসের নেতৃত্বে শুরু হয় এই কর্মসূচি। আজ সকালে কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন এলাকায় যান মন্ডল সভাপতি। তারমধ্যে চেচুরি মাই এলাকার এক যুবক কাশ্মীরের পেহেলগামে কর্মতর ঙ্খট্টঞ্চ জওয়ান মন্টু সূত্রধর এর বাড়িতে গিয়ে জওয়ানের মাকে সংবর্ধিত করলেন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি তাপস দাস, ও পরবর্তী সময়ে মন্টু সূত্রধরের সাথে ভিডিও কলে কথাবার্তা বলেন ও তার খোঁজখবর নেন। তার পাশাপাশি চড়িলাম মন্ডলের অন্তর্গত প্রত্যেকটি জায়গাতে চলবে এরকম কর্মসূচি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানালেন মণ্ডল সভাপতি তাপস দাস।

বেহাল রাস্তার দশা, জনজীবন বিপন্ন কদমতলার গ্রামীণ এলাকায়

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তায় সমস্যায় রয়েছেন কদমতলা ব্লকের গ্রামীণ এলাকার জনগণ। শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাটে কিছুটা উন্নয়ন হলেও প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় এখনও বহু সড়কের চিত্র করুণ। যানবাহন নিয়ে চলা তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে চলাও হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য। এমনই এক দৃশ্য দেখা গেল উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ ও ১ নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী মূল রাস্তায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ৭-৮ বছর ধরে রাস্তাটির কোনও সংস্কার হয়নি। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বাসিন্দারা। এক গ্রামবাসী মহিলা জানান, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর বাড়ির পাশের রাস্তার উঁচু অংশে গার্ডওয়াল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। উচ্চতার কারণে তাঁর ঘর অনেকটা নিচে থাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে এক দুর্ঘটনায় গাড়িটি ভাগ্যক্রমে ঘরে না পড়লেও প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। এক স্কুলছাত্রী জানায়, বর্ষাকালে রাস্তাটি পায়ে হেঁটে চলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাঁদের পরিবার ও স্থানীয়রা নিজ উদ্যোগে মাটি ও কংক্রিট ফেলে চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা করলেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

শান্তির বাজার মহকুমার আরক্ষাপ্রসাশনের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠীত করাহয় তিরঙ্গা র‍্যালী

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্রকরে শান্তির বাজার মহকুমার আরক্ষা প্রসাশনের উদ্দ্যোগে অনুষ্ঠীত করাহয় তিরঙ্গা র‍্যালী। শান্তির বাজার ট্রাইজংশন এলাকাথেকে এই র‍্যালী শুরহয়। র‍্যালীটি শান্তির বাজারের বিভিন্নপথ পরিক্রমা করে বাইখোড়া থানায় গিয়ে সমাপ্তিহয়। শান্তির বাজার থানা, বাইখোড়া থানা, মনপাথর ফাঁড়ী থানা ও জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানার আরক্ষাদপ্তরের কর্মীরা সুস্বজিতভাবে বাইকে জাতীয় পতাকানিয়ে এই র‍্যালীটি সংগঠীতকরে। আরক্ষাদপ্তরের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের র‍্যালীতে উপস্থিত ছিলেন শান্তির বাজার বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, শান্তির বাজার পুরপরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান

সত্যব্রত সাহা, শান্তির বাজার মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বাপী দেববর্মা, দক্ষিন জেলাপরিষদের সদস্য শম্ভু মানিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবিশীষ ভৌমিক, শান্তির বাজার থানার ওসি রাজু দত্ত, মনপাথর ফাঁড়ী থানার ওসি জয়ন্ত দাস, বাইখোড়া থানার ওসি বিষ্ণু চন্দ্র দাস। আজকের এই র‍্যালী সম্পর্কে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান মহকুমার পুলিশ আধিকারিক বাপী দেববর্মা। আরক্ষাদপ্তরের উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের র‍্যালীতে উপস্থিত আরক্ষাদপ্তরের কর্মীদেরমধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দিপনালক্ষ্যকরাযায়।

বিহারে ৬৫ লক্ষ বাতিল ভোটারের নাম প্রকাশে সম্মত নির্বাচন কমিশন, মঙ্গলবারের মধ্যে করতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট : অবশেষে বিহারে ৬৫ লক্ষ বাতিল ভোটারের নাম প্রকাশে সম্মত হয়েছে নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে আশ্বস্ত করেছে কমিশন। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে ওই প্রক্রিয়া সারতে হবে। সাথে আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এমন ভোটার আধার দেখিয়েই দাবি জানাতে পারবেন। প্রসঙ্গত, বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করেছে। আদালত জানিয়েছে, যেসব ভোটাররা তাঁদের নাম বাদ পড়া নিয়ে ক্ষুব্ধ, তাঁরা আধার কার্ডসহ নিজেদের দাবি জানাতে পারবেন। বিচারপতি সূর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে, নাম বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা ও বাদ পড়ার কারণ সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভির মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করতে হবে। শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্ন করেছে, আপনারা মৃত, অন্যত্র স্থানান্তরিত বা অন্য কেন্দ্রে চলে যাওয়া ভোটারদের নাম প্রকাশ্যে আনতে পারবেন না কেন? আদালত আরও বলেছে, এই নামগুলো ওয়েবসাইট বা নোটিস বোর্ডে দেওয়া যেতে পারে। ক্ষুব্ধ ভোটাররা ৩০ দিনের মধ্যে সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন। আমরা চাই না জনগণ শুধু রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীল থাকুক। নির্বাচন কমিশন আদালতকে জানিয়েছে, বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কমিশন সম্মত হয়েছে, বুথভিত্তিক সেই তালিকা প্রকাশ করা হবে। যাতে বাদ পড়ার কারণও স্পষ্ট থাকবে, যেমন মৃত্যু, স্থানান্তর, অথবা ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন। এই তালিকা প্রতিটি বুথ লেভেল অফিসারের অফিসে, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস ও পঞ্চায়েত অফিসে প্রদর্শন করতে হবে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের অফিসেও তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও তা শেয়ার করতে হবে। এই তালিকায় উল্লেখ থাকবে, যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁরা আধার কার্ডের কপি সংযুক্ত করে তাদের নাম পুনঃস্থাপনের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। ১ আগস্ট উপস্থাপিত ইসিআই তথ্য অনুসারে, ৬৫ লক্ষ বাদ দেওয়া তালিকার মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর কারণে ২২.৩৪ লক্ষ, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত বা অনুপস্থিত হিসাবে চিহ্নিত ৩৬.২৮ লক্ষ এবং একাধিক স্থানে ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হিসাবে তালিকাভুক্ত ৭.০১ লক্ষ। রাষ্ট্রীয় জনতা দল, কংগ্রেস, এবং এনজিও অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এই সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। ১৩ আগস্ট আদালত জানায়, ভোটার তালিকা কখনও "স্থির" থাকতে পারে না, সময়মতো তা সংশোধন হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া ৭টি থেকে ১১টি পরিচয়পত্র গ্রহণযোগ্য করাকে আদালত "ভোটার-বান্ধব পদক্ষেপ" বলেই ব্যাখ্যা করেছে, যা কোনোভাবেই "বর্জনমূলক" নয়। সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে আগামী ২২ আগস্ট-এর মধ্যে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। পরবর্তী শুনানি স্থগিত রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিহারের লক্ষাধিক ভোটার যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তারা এখন সরাসরি আবেদন জানিয়ে পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবেন।

১৪ নম্বর পেয়ে গেজেটেড অফিসার পদে চাকরি, মেধা বনাম কোটা সংস্কৃতি নিয়ে বিতর্ক ত্রিপুরায়

খবরে প্রতিবাদ, ১৪ আগস্ট।। যারা ৮০ পেয়েছেন তারাও ডাক্তার, যারা ১৪-১৫ পেয়েছেন তারাও ডাক্তার। একই মর্যাদার চাকরি, একই দায়িত্ব, একই পরিমানের বেতন। তফাৎ কেবল মাত্র মেধা এবং যোগ্যতার। তবে প্রশ্ন হচ্ছে, আদৌ কি তারা মানুষের সেবায় নিয়জিত হবার মতো গুণাবলী কিংবা সামরথ্য রাখে ? নাকি কোটা ভিত্তিক নিয়োগের দাবী মানতে গিয়ে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের সুস্বাস্থ্য এখন সমঝোতার মুখে ? চিকিৎসা ব্যবস্থা, এমন একটি সংবেদনশীল ব্যবস্থা পনা, যার উপর মানুষ চোখ বুঝে ভরসা করতে চায়। সেখানে চিকিৎসক দের সামান্য টুকু গাফিলতি একজন মানুষের জীবন ও মৃত্যুর মাঝের ফারাক মিটিয়ে দিতে পারে। এই অবস্থায় চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাদের নিয়োজিত করা হবে তাদের কে হতে হবে পারদর্শী। হতে হবে ধৈর্যবাণ, মেধাবী এবং অবশ্যই চিকিৎসা ক্ষেত্র নিয়ে যথেষ্ট পরিমাণে জ্ঞানী। আর জ্ঞানের বিচার করতেই পরীক্ষা নামক একটি প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। যার মধ্যে দিয়ে সুযোগ্য ব্যক্তি কে একটি নির্দিষ্ট পদে নিয়োগ করা হয়। সম্প্রতি ত্রিপুরা পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পক্ষ থেকে একটি নোটিফিকেশান জারি করা হয়েছে। ত্রিপুরার স্বাস্থ্য দপ্তরে ২১৬ জন জেনারেল মেডিক্যাল অফিসার পদে নিযুক্তির এই তালিকা প্রকাশের পর থেকেই চারিদিকে তুমুল সমালোচনার ঝড়। তালিকা টিতে দেখা যাচ্ছে জেনারেল কোটা ভুক্ত বেশ কিছু পরীক্ষার্থী ৬০ু এর অধিক নম্বর পেয়ে এই তালিকায় স্থান করে নিয়েছেন। আবার একই তালিকায় এসটি ক্যাটাগরি তে ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় কেউ পেয়েছেন ১৪ , কেউ বা ১৭ , কেউ বা ২০। কিন্তু এরা প্রত্যেকেই একই পদে , একই মর্যাদায়, সমান বেতনের চাকরি পেয়েছেন। উল্লেখ থাকে, ২০২৪ সালের জুলাই মাসে এই নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি টি প্রকাশ পায়। আর সেই মুলেই এই নিয়োগ। যে ২১৬ জন এর নামের মেধা তালিকা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ৮৩.৯৫ নম্বর পেয়ে শীর্ষ স্থান দখল করেছেন একজন। ২১৬ জনের মধ্যে প্রায় ৭০ জনের নম্বর ৬০ু র উপরে থাকলেও তার পরের সব গুলোই ৬০ু র কম। তবে সব চাইতে আশ্চর্যয়ের বিষয় — ২০ , ১৫, ১৪ নম্বর পাওয়া পরীক্ষার্থীরাও এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্যে মেধা তালিকায় স্থান পেয়েছেন। যদিও এটা কোটা ভিত্তিক বাছাই তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এই নিয়ে রাজ্যের প্রভাতি পত্রিকা গুলোতে জোর দাড় লেখা লেখি হয়েছে। কোটার ভিত্তিতে প্রকাশিত মেধা তালিকা আঁখেরে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন এর সাথে আপোষ মেনে নেওয়া হয় তো ? এই ১৪- ১৫ নম্বর পেয়ে যারা ডাক্তারি করবেন। বা কাউকে ঔষধ লিখে দেবেন ,রোগী দেখবেন অথবা ইঞ্জেকশান দেবেন — তাদের আদৌ মেধা কতটুকু ? আদৌ তাদের শিক্ষা কিংবা জ্ঞান কতটা ? যদি মেধার পরিচয় পরীক্ষার ফলাফলের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে নির্ঘাত ১০০ নম্বরের পরীক্ষায় ১৪ — ১৫ নম্বর পাওয়া শিক্ষার্থীরা কতটা মেধাবী সেটা বুঝতে অসুবিধার কথা নয়। এই নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড় আলোচনা চলছে। অবশেষে একটা প্রশ্নই উঠছে , আগামী দিনে তারা যেখানেই নিয়োজিত হবেন সেখানকার জন সাধারণ এর জীবনের কোনো প্রকার ঝুঁকি হলে এই দায়িত্ব কি গ্রহন করবেন টিপিএসসি বোর্ড কিংবা স্বাস্থ্য দপ্তর ? আরও একটি প্রশ্ন, এই কোটা সংস্কারের বিরুদ্ধে এই প্রথম বার নয় এর আগেও বরাবরই সামাজিক মাধ্যমে বিতর্কের উদয় হয়েছে। একটা অংশ প্রকৃত অর্থেই মনে করেন , যে কোটা সংস্কারের আড়ালে মেধাবীরা কোথাও হাড়িয়ে যাচ্ছে। যোগ্য ব্যক্তি রা তাদের যোগ্যতা থাকা সত্বেও চাকরি পাচ্ছেন না। অন্যদিকে নুন্যতম নম্বর পেয়েও এক একজন আজ মেডিক্যাল গেজেটেড অফিসার পদে নিয়োজিত। এই বৈষম্য মূলক আচরণ কেও অনেকেই গ্রহন করছেন না। এটা আমাদের বক্তব্য নয়, এধরণের মতবাদ সমাজের বিভিন্ন অংশের , বিভিন্ন স্তরের মানুষের।

সত্ত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক - শ্রী অভিজিৎ দেবনাথ, মুদ্রণ প্রেস রামনগর রোড নং-৪, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে মুদ্রিত এবং পূর্ব যোগেন্দ্রনগর, দত্তপাড়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম থেকে প্রকাশিত।
Printed by Sri. Abhijit Debnath, Owner and Publisher Sri. Abhijit Debnath, **Printed at :** Mudran Press Ramnagar Road No-4, Agartala, Tripura (West), Pin-799002,
Published at : East Jogendranagar, Agartala, Tripura (West), **Editor :** Sri Abhijit Debnath, Mob : 6009513751